رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

(سورہ فاطر)

নিশ্চয় আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে

হায়াতে হযরত শাহ সাহেব কেবলা কোঃ

Chunati.com
Pioneer in village based website

আদর্শ মেহমান মনজিল

জামালে

হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লা

খাকে পাক্ চুনতীর

সুপ্রসিদ্ধ কুতুবে জমান, মাহবুবে রাহমান পাকছোবহান, আশেকে নবীয়ে আ'খেরুজ্জমান, শমছুল আরেফীন, সাইয়েদুল্ আওলিয়া শিরমণি হযরত আলহাজ্জ মওলানা শাহ্ ছুফী

হাফেজ আহ্মদ (কোঃ ছিঃ)-এর

জীবন চরিত

(প্রথম খণ্ড)

লেখক—

মওলানা মুহাম্মদ আবদুননুর সিদ্দিকী চিশতী,

মোজাদ্দেদী ফাজেলে দেওবন্দ (ইউ, পি) ভারত ও ফাজেলে বেঙ্গল (কলিকাতা), মোদাররেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও সাবেক পেশ ইমাম ও খতীব হযরত শাহ আবু শরীফ এবং হযরত শাহ শরীফ জামে মস্‌জিদ, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৯৮৩ ইং

হাদিয়াঃ—২০.০০ টাকা।

প্রকাশক :
আলহাজ্ব মৌলভী ফারুক আহমদ চৌধুরী
সাং—সিলেট
ও
বেগম ফারুক আহমদ চৌধুরী
আলহাজ্বা শামসুন্নাহার চৌধুরী (রানু)
সাং—সিলেট

প্রথম প্রকাশ : ১২৫০ কপি
প্রকাশ কাল : ১৬ই জুলাই ১৯৮৮ইং

(গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত)

মুদ্রণে :
ছুরতিয়া প্রেস,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ২০৮২৯৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
১৭। মজ্‌জুবী হালত ও তাঁহার কেরামাত আরম্ভ	—	—	৪২
১৮। হযরত আম্বকানী সাহেবের ভবিষ্যত বাণী	—		৪৯
১৯। স্মরণ শক্তি	—	—	৫২
২০। খোশকালাম	—	—	৫৩
২১। আদত শরীফ	—	—	৫৬
২২। কাশ্‌ফ কেরামাত —	—	—	৬৩
২৩। দৈহিক আকৃতির বর্ণনা	—	—	৬৩
২৪। আল্লাহ্‌তালার উপর একান্ত বিশ্বাস ও ভরসা	—	—	৬৪
২৫। মজ্‌জুবী হালতে চিকিৎসা	—	—	৬৫
২৬। কাঁঠালের ঘটনা	—	—	৬৯
২৭। শিশুদের প্রতি মমতা	—	—	৭৩
২৮। দরসে-হাদীস শরীফের বিশেষত্ব		—	৭৬
২৯। হেজাজের পথে	—	—	৭৭
৩০। হিন্দুস্থান সফর	—	—	৭৮
৩১। আহার বিহার ও পোষাক পরিচ্ছদ	—	—	৭৮
৩২। দ্বিতীয় শাদীর আলোচনা	—	—	৮০
৩৩। বহালতে মজ্‌জুবী তেলাওত্তে কোর্‌আন শরীফ	—	—	৮১

ঃ সূচী-পত্র ঃ

	বিষয়			পৃষ্ঠা।
১।	হরফে আগা'জ	—	—	১
২।	হেকমত ও শফ্‌কত	—	—	৩
৩।	হাদীস শরীফ	—	—	৪
৪।	অনুকরণ ও অনুসরণ	—	—	৫
৫।	ওলী আউলিয়াগণের শ্রেণী	—	—	৭
৬।	মোজেজা ও কেরামত	—	—	১০
৭।	পবিত্র কোর্‌আন শরীফে ওলী আউলিয়াদের বর্ণনা	—	—	১১
৮।	সাধারণ ওলীউল্লাহদের বর্ণনা	—	—	১২
৯।	একটি আরজ	—	—	১৩
১০।	বর্তমান্ জীবিতদের মধ্যে যাঁহারা আছেন	—	—	১৯
১১।	নসবনামা বা বংশ পরিচয়	—	—	২২
১২।	একটি দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা	—	—	২৪
১৩।	আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় মূল্যবান ঘটনা	—	—	২৬
১৪।	বংশের বিবরণ	—	—	২৮
১৫।	জন্ম ও বাল্যকাল	—	—	৩৩
১৬।	আওলাদ ফরজন্দ	—	—	৩৯

Chunati.com pioneer in village based website

ইন্‌তেসাব (انتساب)

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

যিনি বহু বৎসর আগে ভবিষ্যত বাণী করিয়া হযরত শাহ সাহেব কেবলার পরিচয় দিয়াছেন— যাঁহার বদৌলতে তাঁহার বেলায়তের পরিচয় পাইয়াছি, তাঁহারই নাম-নামী অর্থাৎ পীর ও মোরশেদে কামেল খলীফায়ে আ'জম হযরত আজম গড়ী (কোঃ ছিঃ) হযরত শাহ মওলানা আবদুচ্ছলাম আরকানী (কোঃ ছিঃ) এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে অত্র গ্রন্থখানি উৎসর্গকৃত হইল। আমীন।

খাক্‌সার
গ্রন্থকার
মাওঃ মুহাম্মদ জোবাইর হোসাইন চিশ্তী
([illegible])
আরবী প্রভাষক
আধুনগর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

—আরজ—

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে বা প্রেসের ভুল ত্রুটি হইলে মাফ করিয়া দিবেন। পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে ইনশাআল্লাহতালা। ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক।

Chhuti.com
Pioneered in vintage based website

বিশেষ শোক্‌রিয়া

আমার একান্ত প্রিয় দ্বীন দরদী, গরীব নওয়ায, অতিথি পরায়ন সুযোগ্য সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মওলভী ফারুক আহমদ চৌধুরী সাং সিলেট-ও বেগম ফারুক আহমদ চৌধুরী মোহ্‌তরমা আলহাজ্বাহ মোছাম্মাৎ শামসুন্নাহার চৌধুরী (রানু) সাং সিলেট (চট্টগ্রাম সদর, কুলশী আবাসিক এলাকা; বাড়ী নং ৬, সড়ক নং ৩) এর হাজার হাজার শোক্‌রিয়া আদায় করিতেছি এবং অন্তরের অন্তস্থল হইতে পরম দয়ালু আল্লাহতালার দরবারে দোয়া করিতেছি, তাঁহারা এই জীবন চরিত প্রথম খণ্ডটির সম্পূর্ণ ছাপা খরচ এক বাক্যে বহন করিয়াছেন। আল্লাহতালার দরবারে তাঁহাদের জন্য এবং তাঁহাদের ছেলে মেয়ে, ভাই-বোন এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য-দীর্ঘ-জীবন, দুই জাহানের সুখ শান্তি এবং মাতা পিতা সহ সকল মুরব্বিদের মাগফেরত, রাহমত ও বখশিষ কামনা করি। আল্লাহতালা তাঁহাদের ধন-দৌলত ইজ্জত সম্মান চিরদিন পুরুষানুক্রমে কায়েম দায়েম এবং বহাল রাখুন। আমীন!

—দোয়া—

চুনতীর সুবিখ্যাত হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রফেসার এম এম, নুরুল আবছার এম, এ সাহেবকে হাজার শোক্‌রিয়া ও দোয়া জানাই তিনি কষ্ট স্বীকার করে পুস্তকটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতালা তাঁহাকে এবং পরিবার বর্গ সকলকে দীর্ঘায়ু; দুই জাহানের সুখ-শান্তি দান করুন। আমীন!

উপহার

—(০)—

আমার··· ··

··

··

নিদর্শন স্বরূপ

হায়াতে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ)

—জীবন চরিত—

বইখানি উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে—

— — — — — —

মাওঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম [illegible]

— — —

— আরবী প্রভাষক —

আধুনগর ইসলামিয়া [illegible]

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তারিখ— — — —

——————————

লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং গোনাহ্ হইতে পরহেব করিয়া থাকে—তাহাদের জন্য সু-সংবাদ রহিয়াছে পাবিব জীবনে এবং পরকালেও ; আল্লাহ্র বাক্য সমূহে কোন পরিবর্তন হয় না; ইহা হইতেছে বিরাট সফলতা (তঃ আশরফী)

———

Chunati.com
Pioneer in village based website

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید رحمۃ اللہ علیہ و بایزید اینجا

اظہار عقیدت و محبت بشانِ عظیم روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم

حور پہ مائل نہیں شیدا نہ پری کا
دیوانہ ہوں میں مدت سے رسولِ عربی کا

(صلی اللہ علیہ وسلم)

بیان شان و حال حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ

اولیا را ہست قدرت از الٰہ
تیر جستہ باز گرداند ز راہ

یک زمانے صحبتے با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

گر تو سنگِ خارا و مرمر شوی
چوں بصاحبدل رسی گوہر شوی

بیان فضائل و مناقب حضرات اولیائے کرام و عظام رحمہم اللہ تعالیٰ

১। তরজমা—নূরে নবী (সঃ) তাঁর মোবারক দেহ সংলগ্নমাটি আরশের চেয়েও অধিকতর মর্যাদাশীল, তাই কবি বলিতেছেন—আকাশের নীচে আল্লাহতালার আরশ হইতে বেশী নাজুক, সুন্দর এবং আদব ও সম্মানের জায়গা হইল হুজুরের রওজা শরীফ। যেখানে বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত জোনাইদ (রাঃ) এবং হযরত বাইজীদ বোস্তামী (রাঃ) নিজ নফস (আমিত্ব ও অস্তিত্ব) কে হারাইয়া হাজির হন।

(পবিত্র রওজা শরীফের প্রতি একান্ত ভক্তি ও মোহাব্বত এবং আকীদাতের বর্ণনা)ঃ

২। বেহেশতের হুরের দিকেও আমি ঝুঁকি নাই, পরীর প্রতি ও ফেরেশতা হই নাই বরং বহুকাল হইতে হযরত রসূলে আরবীর (সঃ) জন্য পাগল হইয়াছি।

(হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) আন্তরিক হাল ও শানের বিবরণ)ঃ

৩। আওলিয়াগণকে আল্লাহতালার তরফ হইতে এমন শক্তি ও কুদরত দেওয়া হইয়াছে যে নিক্ষিপ্ত তীরকেও তাঁহারা রাস্তা হইতে ফিরাইয়া দিতে পারেন, আওলিয়াদের সহিত কিছুক্ষণ সময় (জমানা) সঙ্গ (ছোহবত) একশত বৎসরের নিখুঁত বেরীয়া এবাদত হইতেও উত্তম। তুমি যদি কঠিন (নীল রংয়ের)

পাথর বা মরমর পাথরের মত শক্ত ও পাষান হও, তবুও যদি আওলিয়াদের ছোহ্বতে, সংস্পর্শে আস, নাকেছ অধম নালায়েক হইতে কামেল, অতি উত্তম মূল্যবান মানুষ হইতে পারিবে।

(আওলিয়াদের ফজিলত ও মরতবার বর্ণনা)

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

ترجمہ :- یاد رکھو! جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہونگے
جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ہیں ان کے لئے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی
میں اور آخرت میں - بدلتی نہیں اللہ کی باتیں - یہی ہے بڑی کامیابی -

তরজমা—মনে রাখিও। আল্লাহ্‌র দোস্তদের না কোন আশঙ্কা আছে—আর না তাহারা বিষণ্ণ হইবে—তাহারা হইতেছে সেই

Ghunati.com Pioneer village based website

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ‏•

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ‏•

(হরফে আ'গাজ) حرف اغاز

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল্ করীম। আল্লাহতালা রাব্বুল আলমীনের অপার দয়ায় ও আমার শুভাকাঙ্খী সুধীগণের দোয়া ও অনুপ্রেরণায় অত্র-"হায়াতে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা" (রাঃ) রেসালাটি লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। আমি এমন সময়ে কলম ধরিলাম, যখন বাংলাদেশ হিসাবে সকল জায়গায় বাংলা ভাষাই চালু হইয়াছে। মাদ্রাসায়, স্কুল-কলেজ ছাড়াও ওয়ায নসিহাত এবং বক্তৃতাতেও বাংলা ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরা বৃটিশ শাসনামল হইতে পাকিস্তান শাসনামল পর্যন্ত উরদু, ফার্সি ভাষার মাধ্যমে মাদ্রাসায় পড়িয়াছি এবং পড়াইয়াছি বিধায় বাংলা ভাষায় কোন বিশেষ জ্ঞান নাই। ১৯৪৩ ইং সনে জমাতে ছিয়ম (আলিম ২য় বর্ষ) পর্যন্ত বাংলা ইংরেজী বিষয় লইয়াছিলাম বলিয়া যৎ সামান্য কিছু লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। এই ছোট পুস্তকটি তাড়াহুড়া করিয়া উরদু বা ফারসী ভাষায় না লিখিয়া বাংলাতেই লিখিলাম। যেন সকলেই হযরত শাহ্

সাহেব কেব্‌লার (রাঃ) পবিত্র জীবন চরিত পড়িয়া উপকৃত হইতে পারে। উর্দু ফার্সি ভাষায় লিখিলে আবার বাংলায় অনুবাদ করার দরকার হইবে। সেই খেদমতটি কে বা পরে দিবে, আমার বেশী ভয় হইল। সময়ের প্রয়োজন বলিয়া কেহ আঞ্জাম নাদিতেও পারে। হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লার (রাঃ) আশেকীন ও ভক্তগণ একটি বড় নেয়ামত হইতে মাহ্‌রূম থাকিয়া যাইবেন বিধায় পরম করুণাময় আল্লাহ তালার নামে আরম্ভ করিলাম। তাই আরবীতে একটি কথা আছে—

"مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ" অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বে আনিতে বা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়াও দেওয়া যায় না বরং যাহা পারা যায় কিংবা সম্ভব হয়, ততদূর হাসিল করিতে হয়।

সুতরাং এই কথাটির উপর আমল করিয়া এই মহৎ কাজটির সমাধানে অগ্রসর হইলাম। দ্বিতীয়তঃ— হায়াতের কোন বিশ্বাস নাই, এই পবিত্র খেদমতটি আঞ্জাম দিতে পারি কি না, আমার বেশী ভয় হইয়াছে। কিন্তু হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লার (কোঃ ছিঃ) ভক্তগণ আশেকগণ ও পাগল প্রায় বন্ধুগণ তাঁহার জীবন জানিবার জন্য বহু বৎসর হইতে খোঁজ করতঃ আকুল আবেদন নিবেদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। আমি খাকসার অবিলম্বে এদিকে অগ্রসর হইয়া ১৯৮৩ ইং—৮৩ইং মাহফিলে সীরাতুন্নবী

(সঃ) চলা কালীন সময়ে সকলের উপস্থিতিতে টুক্‌রা টুকরা বিক্ষিপ্ত উপাদান জমা করিলাম এবং ধর্ম্মপ্রাণ আশেকান ভক্তগণের খেদ্‌মতে পেশ করিলাম। ভাষার দিকে নজর না দিয়া আসল সত্য কথার দিকেই পাঠক নজর দিবেন আশাকরি। যেমন বলিয়াছেন "اُنْظُرْ اِلٰى مَا قَالَ وَ لَاتَنْظُرْ اِلٰى مَنْ قَالَ"

অর্থাৎ : কি বলিয়াছে সে দিকে নজর দাও; কে বলিয়াছে ঐ দিকে নজর না দাও বা লক্ষ্য না কর।

হেকমত ও মারফ্‌কত

করুনাময় আল্লাহ তা'লার ইশারায় আম্‌বীয়া পয়গাম্বর-গণ, ওলামায়ে হক্কানী, পীর আওলিয়া, গওছ আব্‌দাল এবং কুতুবগণ এই দুনিয়াতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার প্রিয় হাবিব এবং রসুলের (সঃ) আদেশ উপদেশ প্রচার করেন। মানুষের মধ্যে ব্যভিচার অনাচার, ন্যায়নীতি বিসর্জন ও দুর্বলের প্রতি সবলের জোরজুলুম প্রভৃতি অপকর্ম বৃদ্ধি পাইলে মানুষকে আল্লাহ তালা ও তাঁহার রসুলের (সঃ) নির্দেশিত পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ও সৎজীবন যাপন করিবার জন্য পথ প্রদর্শকদের দরকার হয়। এই পথ প্রদর্শকদের কেহ পয়গাম্বর, কেহ পীর, আলেম, ফাজেল ওলী দরবেশ রূপে মনুষ্য সমাজে আবির্ভূত হন। তাঁহারা পথভ্রষ্ট মানুষ কে সৎপথে আনিতে

Chhunati.com pioneer in village based website

চেষ্টা করেন। তাঁহাদের কাজ আল্লাহ্ তালার ও তাঁহার রসূলের (সঃ) নির্দেশ ও বাণী মানুষের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া।

হাদীস শরীফ

(হযরত রসূল করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন আমার পর এ দুনিয়াতে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না) তবে যুগে যুগে আল্লাহ তালার ও আমার বাণী প্রচার করিবার জন্য ওলী আওলিয়াদের আবির্ভাব হইবে। সেই ওলি আওলিয়া গণ আল্লাহ তালার কঠোর এবাদত বন্দেগী করতঃ কমালিয়াত প্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ তালার মহিমা ও আমার আদেশ উপদেশ প্রচার করিয়া পথভ্রষ্ট লোক দিগকে আল্লাহ তালার পথে টানিয়া আনিবেন)। ইহা সকল মো'মেন মোসলমানই স্বীকার করেন যে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের পরই আওলিয়া গণের পবিত্র বাণী। আল্লাহ তালার মারফৎ হইতে তাঁহাদের বাণী নির্গত। তাঁহাদের সকল কথাই পরম দয়ালু খোদাওন্দ পাকের দেওয়া জ্ঞান ও প্রেরণা হইতে উদ্বুদ্ধ। তাঁহাদের পবিত্র জীবন কাহিনী শ্রবণ করিলে মনে সৎসাহস ও খোদা প্রেম বৃদ্ধি পায়। মনের অহঙ্কার দূর হয় এবং আপন ভালমন্দ বুঝিতে সক্ষম হয়। হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন আওলিয়া গণের জীবনী আলোচনা কালে আল্লাহ তালার রহমত নাযিল হয়। যদি কেহ আল্লাহ তালার রহমতের আশায় দস্তর-খানা বা হাত পাতেন তবে তিনি নিরাশ হইবেন না। উছিলা

দিয়া, উছিলা গ্রহণ করিয়া হাত তুলিলে আল্লাহ তালা দোয়া বেশী কবুল করেন।

অনুকরণ ও অনুসরণ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

এই হাদীসটি পুর্ণ হাদীসের একটুক্রা বা অংশ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মস্‌উদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে হাজির হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রসূলল্লাহ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? যে কোন দলকে ভালবাসে কিন্তু তাদের সহিত সাক্ষাত করে নাই অর্থাৎ আলেম বা ওলী বুজর্গ পুণ্যবান দিগকে ভাল বাসেন অথচ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই তখন হুজুর বলিলেন: সেই ব্যক্তি তাহাদের সহিতই আছে যাহাদের কে সে ভালবাসে" (বোখারী ও মোসলেম)

অর্থাৎ যদি কেহ কোন আলিম বা বুজর্গ ওলীকে ও পুণ্য বান দলকে ভাল বাসে আর কোন কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে, তাহাদের সহিত সঙ্গ লাভ না করে, তাহাদের কোন উপকার বা কল্যান নাও করে তবুও তাহার প্রিয় ও আকাঙ্খিত লোকদের সহিত হাশরে একত্রিত হইবে। তাহাদের আকাঙ্খিত জনের সে বন্ধুত্ব লাভ করিবে।

আল্লাহ তালা কালাম পাকে এই হাদীসের শাহাদত স্বরূপ ফরমাইয়াছেন—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ ـ الخ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহতালা ও তাঁহার রসূলকে ভক্তিভরে অনুসরণ করে তাহারা ঐ লোকদের সহিত হাশরের ময়দানে উঠিবে যাহাদেরকে আল্লাহতালা অনুগ্রহ করিয়াছেন।

অতএব যাঁহারা হযরত শাহ সাহেব (রাঃ) কেবলাকে মোহাব্বত করেন, ভক্তি করেন তাঁহাদের মর্যাদা ইজ্জত সম্মান পরকালে হইবেই হইবে, তাঁহার সব কিছুর অনুকরণ অনুসরণই তাঁহার প্রকৃত মোহাব্বত। কারন উক্ত উল্লেখিত হাদীস শরীফের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ব্যক্তি যাহাকে মোহাব্বত করিবে বা ভালবাসিবে পরকালে তাঁহার সঙ্গেই হইবে। যে-ব্যক্তি যাঁহার আন্তরিক মোহাব্বত ভালবাসা রাখিবে বা যে দলের অনুসরণ অনুকরণ করিবে সে হাশরের দিন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ওলি আওলিয়াদের জীবন কাহিনীকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা বলা যায়। তাঁহাদের জীবন চরিত পাঠ করিলে এবং আমল করিলে দুনিয়াদার লোকের প্রাণ শীতল হয়। তাঁহাদের পবিত্র বাণী আখেরাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং খোদা প্রেমের ভাবকে জাগাইয়া তোলে। যে লোক তাঁহাদের

জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাঁহার মন আখেরাতের দিকে সদাই তৎপর হয়।

ওলী আউলিয়া গনের শ্রেণী

ওলী আউলীয়া গনের দরজা মরতবা হিসাবে দশটি শ্রেনীতে বিভক্ত থাকে। আরও আছে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের মুজাহীদ গনের সংখ্যানুযায়ী সারা পৃথিবীতে সর্বমোট ৩১৩ জন আওলিয়া থাকেন তাঁহাদের শক্তি, কেরামাত, অলৌকিক বিষয়াদির ক্ষমতাদি অসাধারণ। আবার তাঁহাদের নীচে আরও আউলিয়াগণ সাহায্যকারী হিসাবে থাকেন। গওছ, কুতুব (কুতুবে দাদার, কুতুবে এরশাদ, কুতুবুল আকতাব বা গওছুল আজম) আবদাল, আউতার এবং ওলী প্রভৃতি বড় বড় কিতাবে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেহ তত্ত্ব বা প্রেমাসক্ত, কেহ শারিরীক পরিশ্রমি, কেহ সাধনা ক্ষেত্রে নফসের সহিত যুদ্ধে রত, কেহ আল্লাহতালার তৌহীদ—অনুরক্ত। আবার কেহ কেহ একযোগেই সমস্ত গুণেই ভূষিত। শমছুল আরেফীন কুতুবে জমান হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রাঃ) এই শেষ শ্রেণীর সমস্ত গুনেই ভূষিত ছিলেন বলিয়া হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গওছুল আজম ও গওছুছ ছকলাইন শেখ সৈয়দ আল্লামা আবদুল কাদের জীলানীর (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি আমাকে নিজেই একবার স্বীকার করিয়াছেন।

কারণ এক সময়ে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে কয়েকজন লোক পরহেজগার হযরত শাহ্ সাহেব (রাঃ) কেবলার দিকে ইংগিত করিয়া বলিতেছেন যে ইনি হযরত বড়পীর সাহেব কেবলার জায়গায় এবং স্থলাভিষিক্ত আছেন। এই কথা বলার পর আশ্চর্য্য ভাবে আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি। কিছু দিনপর এই স্বপ্ন একাকীভাবে তাঁহার একজন প্রিয়ভক্তের বাড়ীতে বলিলাম। তিনি মনযোগ সহকারে স্বপ্নের কথা শুনিলেন এবং একটু হাসিয়া বলিলেন তুমি ঠিক স্বপ্ন দেখিয়াছ। ছোবহানল্লাহ আল্লাহতালা সবকিছু পারেন। কথিত আছে—

داد حق را قابلیت شرط نیست
بلکہ شرط قابلیت داد اوست

যাঁহারা বিশ্বাস করেননা বা মনে কিছু আনিতে পারেন তাঁহাদের উত্তরে আমি বলিতেছি যে আল্লাহতালার দান বখশিষের জন্য কোন কাবেলিয়ত উপযুক্ততা শর্ত নয়, বরং আল্লাহতালার দান ও বখশিষেই কাবেলিয়ত পয়দা হইয়া যায়।

(و الله اعلم)

احب الصالحين و لست منهم
لعل الله يرزقنى صلاحا

কোন আরবী কবি খুবই ভাল কথা বলিয়াছেন—"আমি নেককার পূণ্যবানদের কে ভালবাসি, হয়তঃ এই ভালবাসার দরুন আমাকেও আল্লাহ তা'লা নেককার পূণ্যবান হইবার

নেয়ামত দান করিবেন।”

অতএব এই জীবন চরিত পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠক বর্গ ক্বেয়ামত পর্যন্ত আমি খাকসারকে আন্তরিক দোয়া করিবেন আশায় নেয়ামতের উছিলা হিসাবে পরম করুনাময় আল্লাহতালার পাক দরবারে হাত তুলিয়া মোনাজাত করিলাম।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا

انك انت التواب الرحيم ۔ امين ثم امين

برحمتك يا ارحم الراحمين ۔

তারিখ—১৫ই জুমাদিয়সসানী, ১৪০৪হিঃ মোতাবেক ১৯ই মার্চ ১৯৮৪ইং ৫ই চৈত্র ১৩৯০ বাংলা, রোজ সোমবার।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মো'জেজা ও কেরামত

আম্বিয়ায়ে কেরাম, পয়গাম্বরগণের যে অলৌকিক (আশ্চর্য আদ'ত এবং প্রচলিত নিয়ম কানুনের (খেলাফ্) ঘটনাবলীকে মো'জেজা বলে এবং ওলী আওলিয়াদের অলৌকিক ঘটনাবলীকে কেরামত বলে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন আম্বিয়াদের মো'জেজাকে বিশ্বাস করিলে, ওলী আওলিয়াদের কেরামতকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। কিতাবে লিখা আছে—

كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ (كتاب العقائد)

অর্থাৎ আওলিয়াদের কেরামত সমূহ সত্য এবং হক (কিতাবুল আক্বায়েদ) ওলী আওলিয়াদের সুদীর্ঘ জীবন বৃত্তান্ত ও অসংখ্য উপদেশাবলী লিখিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া যা'বে। পরম করুনাময় আল্লাহতালা সৃষ্টিকর্তা লাশরীকা লহু যেমন সত্য, বরহক, তাঁহার প্রেরিত লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া এবং

রসূলগণ (আঃ) সত্য। তদ্রুপ আওলিয়ায়ে কেরাম সব সময় আছেন, তাঁরাও সত্য। পবিত্র কোরআন শরীফে এবং পবিত্র হাদীস শরীফে ইহার বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা আছে।

পবিত্র কোরআন শরীফে ওলী আওলিয়াদের বর্ণনা

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الخ

অর্থাৎ সাবধান আল্লাহর যাহারা বন্ধু তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা কোন মতেই দুঃখিত হইবেনা। দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে তাহাদের জন্য সুখবর রহিয়াছে।

(কুরআন)

ইহা বিশেষ খাস ওলী আওলিয়াদের বর্ণনা। দুনিয়ার ইতিহাস এই অভয় বাণীর দৃষ্টান্তে ভরপূর। লাঠিধারী উলুল আজ্‌ম নবী, কলিমুল্লাহ ফকীর হযরত মূছা (আঃ) বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহার মহা শত্রু প্রবল প্রতাপান্বিত মিসর সম্রাট ফেরাউন অগনিত সৈন্য দল সহ ধ্বংস হইয়াছে। ফকির খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রাঃ) বিজয়ী ও অমর হইয়া আছেন, তাঁহার শত্রু অসীম শক্তিশালী ভারত সম্রাট পৃথ্বিরাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপমহাদেশের অগনিত মুসলমান আল্লাহতালার ওলীগণের শক্তিতেই আলোক পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

দুনিয়াদার ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা নহে। দুনিয়ার ধন দৌলত সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি থাকিলেই আল্লাহতালার দ্বীনের উন্নতি হয় না। সাতশত বৎসর দিল্লীর আগ্রাতে মুসলমানগণ বাদশাহী করিয়াছেন। সে দেশে মুসলমান শতকরা বার জন। অথচ রাজধানী হইতে বহু দূর সুদূর বাংলায় ওলী দরবেশের আত্মিক ক্ষমতার বলে কোটি-কোটি লোক মুসলমান হইয়া নব জীবন লাভ করিয়াছে। আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণের সাধনা সর্বজয়ী। দুনিয়া আখেরাতে তাঁহাদের সত্যই কোন ভয় নাই।

সাধারণ (আ'ম) ওলীউল্লাহদের বর্ণনা

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ - الخ

অর্থাৎ আল্লাহতালা পবিত্র কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন —"যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহ তাহাদের ওলী হইয়া তাহাদিগকে আঁধার হইতে আলোকে বাহির করেন। আর শয়তান যাদের ওলী হইয়া যায় তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকারে লইয়া যায়।" (সূরাহ বকরা)

অতএব আল্লাহতালার প্রেম, ভয়-ভক্তি হৃদয়ে না থাকিলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মাৎসর্যের প্রাবল্য মনে প্রবল হইয়া

মানুষকে অধঃপতিত করিয়া থাকে। মানুষ তখনই শয়তানের তাবেদার হয় এবং শয়তান তাহাদের বন্ধু হয়।

আল্লাহতালা যেমন মোমিন বন্দার বন্ধু হন, মোমেন বন্দাও তেমনি আল্লাহ পাকের বন্ধু হইয়া যাইতে পারেন। আল্লাহ-তালার মঙ্গলময়ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে আল্লাহ পাক বন্দার ওলী অর্থাৎ অভিভাবক ও বন্ধু হইয়া তাহাকে মঙ্গলময় পথে টানিয়া লেন। বন্দার সমস্ত সত্তা যেমন আল্লাহতার প্রতি সপ্রেম-বিশ্বাস তাঁহার নির্ধারিত সৎকর্ম অধিক পরিমানে সম্পাদন এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কার্য্যাদি পরিপূর্ণভাবে বর্জন করিয়া তাঁহার প্রেম-নিষিক্ত সান্নিধ্য সুখে বিভোর হইয়া যান, তখনই বন্দা আল্লাহতালার ওলী হইতে পারেন। সেই মহান পদবীতে উন্নতি হইলে বন্দার অবস্থা বিদ্যুত সিক্ত তারের ন্যায় হইয়া থাকে। কেহই তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারেনা। দুনিয়ার যত বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই তাঁহার শত্রুতা করিতে চেষ্টা করুক সে ধ্বংস হইবেই।

একটি আরজ

মানুষ এ'দুনিয়ার পয়দায়েশ। তার রূহ্ ঊর্ধ্ব জগতের পয়দায়েশ। এই জগতে আসিয়া দেহ ও রূহ বা আত্মার সংমিশ্রন হয়। মানবত্বের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য তথা কমালাত হাসিলের জন্যই মানুষ এজগতে আসে। আবশ্য কেহ সেই

কমালাত হাসিলের ক্ষেত্রে কামিয়াব হইয়া ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্ব আসন অধিকার করে। আর কেহ নাকামিয়াব হইয়া পশুত্বের স্তরের ও নীচে নামিয়া যায়। কমালাত হাসিলের তিনটি পর্যায়—এলম, সাধনা ও কর্ম জীবন। অর্থাৎ জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের পর্যায়ে এবং জ্ঞান ও বিদ্যাকে কার্যে পরিনত করিয়া জীবনকে কার্য্যকরী ভাবে উন্নত করিবার পথে সর্ব প্রকার সংযম ত্যাগ ও সংগ্রাম করা, তৎপর কর্ম ক্ষেত্রে নামিয়া ধর্ম্মের পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়া। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাঃ) সারা চট্টগ্রাম জিলার নয় বরং সারা বাংলাদেশ ব্যতীত পাকিস্তান, বার্মাদেশ, হিন্দুস্তানের আজমীর শরীফে, দিল্লীর বিখ্যাত শাহী জামে মসজিদে এবং হেরমাইন শরীফের মধ্যেও আপনা-আপনি বিশ্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ক্ষণ জন্মা মনীষীগণের অন্যতম ছিলেন বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে। কথিত আছে—

مرد حقانی کی پیشانی کا نور۔
کب چھپا رھتا ھے پیش ذی شعور

অর্থাৎ হক্কানী মহা পুরুষদের কপালের নূর (আলো) কখনও বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের সামনে লুক্কায়িত বা গোপন থাকিতে পারেনা। তাঁহারা পরিচয় করিয়া লইবেই লইবে। ইহাও তক্‌দীরের একটি খোশ নছিবীর আকর্ষণ বলা যায়। যে ওলী দরবেশ আল্লাহতালার খাছ বুজর্গ বন্দা চিনে নাই বা তাঁহাদের

ছোহবত (সঙ্গলাভ) পায় নাই, সে আপন মায়ের পেটেই রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে

قال را بگذار مرد حال شو۔
پیش مرد کامل پامال شو

নিজের আবোল-তাবোল কথা ছাড়িয়া দাও, জজ্‌বায়ে খোদাওন্দীর সহিত হাল হাকিকত মূলতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা বুঝিবার মত হও এবং কোন কামেল পুরুষের পায়ে লুটিয়া পড়, তবেই দুনিয়া আখেরাতের নেয়ামত-সমূহ দেখিতে পাইবে এবং ভোগ করিতে পারিবে, নিজের ঈমান দৃঢ় করা সম্ভব হইবে, দুনিয়া হইতে খাটি ঈমান লইয়া বাহির হইতে হইবে। এটাই আসল চিন্তা। যার জন্য দোয়া করা দোয়া ভিক্ষা করা সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য। লক্ষ লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরাম আওলিয়ায়ে এজাম সব সময় এই দোয়া করিয়া গিয়াছেন।

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ
تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ

(হে আল্লাহ!) সমস্ত আসমান জমিন সৃষ্টিকারী তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার প্রভু মুনিব আসল অভিভাবক। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং তোমার নেক-

কার বন্দাদের সঙ্গে মিলাইয়া দাও। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের পর ঈমান ছালামতির (খাতমা বিল্ খাইরের) জন্য এই আয়ত শরীফ বেশী করিয়া পড়িবার নির্দেশ আছে।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) জ্ঞান ও গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা দান করা আমার ন্যায় গুণ হীন ক্ষুদ্র জ্ঞান বিশিষ্ট খাদেমে নাদেমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ একটি আদর্শ সামনে না পাইলে এবং জীবন গঠনের তরতীব না পাইলে, নিজ জীবন গঠন করিতে পারে না। যে সব মানুষ হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলার (কোঃ) ব্যক্তিত্বের কিছু পরিচয় পাইয়াছেন বা জানেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে দুনিয়াতে আদর্শ মানুষ বলিতে শেষ যুগে যাঁহারা পয়দা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সিল্ সিলার ব্যক্তি ছিলেন فنا فی الله এবং فنا فی الرسول (ফনা ফিল্লাহ এবং ফনা ফিররসূল্)। আমাদের হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রাঃ)। সেই জন্যই তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোক পাত করা একান্ত জরুরী মনে করিতেছি। যাহাতে ভবিষ্যত বংশধরগণ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। যেহেতু দূরের আদর্শকে মানুষ অতি মানবিক বা সত্য যুগের আদর্শ মনে করিয়া উহার অনুকরণ, অনুসরণ কে অসম্ভব মনে করিয়া বসে, আর নিকটের আদর্শকে এই যুগেরই বলিয়া সম্ভব মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া আগে বাড়িতে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। সেই

জন্য হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) আদর্শ জীবনের কিয়দাংশ আলোচনা করা একান্ত জরুরী মনে করিতেছি।

আজ কাল জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মানুষ যাকে তাকে শাহ্ সাহেব ফকীর দরবেশ, মুহাদ্দিস, মুফতী, পীর মুরশীদ এবং আল্লামা বলিয়া থাকে। এত বড় মরতবা ও ক্ষমতার অধিকারী যেমন তেমন লোক কখনও হইতে পারে নাই। এই পর্যন্ত বহু হযরতে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে জ্ঞানের সমুদ্র আধ্যাত্মিক জগতের সেরা মানবের সেরা মেছাল বুজর্গানে দ্বীন হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ ছিঃ) বুজর্গী ও অসাধারণ কমালিয়াতের স্বীকার এবং একরার করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন:—

১। পীরে কামেল মোকম্মেল কুতুবে জমান শমছুল আরেফীন হযরত আল্লামা শাহ্ মওলানা আবদুচ্ছালাম আরকানী (কোঃ) খলিফায়ে আজম হযরত আজমগড়ী (কোঃ)।

২। পীরে কামেল মোকম্মেল ওস্তাজুল আসাতেজা তাজুল আওলিয়া শিরমণি হযরত শাহ্ মওলানা নজির আহমদ চুনুভরী (কোঃ) খলিফায়ে হযরত আজমগড়ী (কোঃ)।

৩। পীরে কামেল মোকম্মেল ওস্তাজুল আসাতেজা শাহ্ ছুফী শিরমণি হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ (কোঃ) প্রকাশ বড় হুজুর প্রাক্তন সুপাঃ মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া আলীয়া গারাঙ্গিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ও খলিফায়ে হযরত আজমগড়ী (কোঃ)।

৪। ওস্তাজুল আসাতেজা হযরত মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ মাদারসায়ী (রাঃ) মুহাদ্দিস ও নাজিমে আ'লা চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, ও মুশীরে আ'লা মাহ্‌ফিলে সীরাতুন্নবী (সঃ)।

৫। পীরে কামেল হযরত শাহ্‌ মওলানা জেয়াউল হক চুনুতবী (রাঃ) সাবেক মোদাররেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং মজ্জাজ হযরত আরকানী (কোঃ)।

৬। ওস্তাজুল আসাতেজা হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী (রাঃ) মহিশখালুবী সাবেক মোহাদ্দেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং বহু মাদ্রাসার মোহাদ্দেস ছিলেন তিনি।

৭। পীরে কামেল হযরত শাহ্‌ ছুফী মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর কাদেরী (রাঃ) বাইতুশশরফ চট্টগ্রাম।

৮। ওস্তাজুল আসাতেজা মুফতীয়ে আজম হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (রাঃ) সাবেক হেড মওলানা চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও মুফতী মোহাদ্দেস পটিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৯। ওস্তাজুল আসাতেজা এবং ওস্তাজে হযরত শাহ্‌ সাহেব কেবলা (কোঃ) হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ছদরুল মোদাররেছীন ও মুহাদ্দেসে আওয়াল সুবিখ্যাত দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা, বন্দরটুলা, চট্টগ্রাম।

১০। পীরে কামেল হাকিম (ইউনানী) কারী শাহ্‌ মওলানা

মুনির আহমদ (কোঃ) চুন্নুতবী খলিফায়ে হযরত আজমগড়ী (কোঃ) সাবেক মোদররেস ও ক্বারী চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।

১১। পীরে কামেল হযরত শাহ্ মওলানা বদিউররহমান আরকানী (রাঃ) খলিফায়ে হযরত আরকানী (কোঃ) আঞ্জুমন পারা, বালুখালী, চট্টগ্রাম।

১২। ফখরুল ওয়ায়েজীন ও মোহাদ্দেসীন খতিবে আজম তাজুল ওলামা হযরত মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ (রাঃ) প্রকাশ বড় মওলানা বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৩। খতীবে আজম ওস্তাজুল আসাতেজা হযরত মওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রাঃ) বরইতলী চকরিয়া, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদিস পটিয়া জামিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

বর্তমান জীবিতদের মধ্যে যাঁহারা আছেন ঃ

১৪। হযরত আল্লামা সৈয়দ জাদা আওলাদে রসুল (সঃ) আবদুল আহাদ মদনী (মঃ জিঃ) পেশ ঈমাম ও খতীব শাহী জামে মসজিদ আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

১৫। পীরে কামেল হযরত শাহ্ মওলানা আবদুর রশীদ সাহেব (মঃ জিঃ) প্রকাশ ছোট হুজুর সাবেক সুপাঃ গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম খলিফায়ে হযরত আজম গড়ী (কোঃ)।

১৬। ওস্তাজুল আসাতেজা হযরত মওলানা মীর মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সাহেব (মঃ জিঃ) সাবেক মুহাদ্দেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও অন্যান্য বহু মাদ্রাসা সমূহের মুহাদ্দেস।

১৭। হযরত মওলানা মুহাম্মদ শফিউর রাহমান সাহেব (মঃ জিঃ) মুফ্‌তীয়ে আজম ও নাজিমে আলা মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া জোয়ারা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

১৮। হযরত মওলানা শফিকুর রহমান সাহেব (মঃজিঃ) চাম্বলী মোদাররেস ও খলিফা রঙ্গিয়া ঘোনা সিনিয়ার মাদ্রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১৯। হযরত মওলানা এলাহী বখ্‌শ সাহেব (মঃ জিঃ) বিখ্যাত দরবেশ ও ওলী এবং মজ্জাজ হযরত আরকানী (কোঃ) সাং শেখের বিল সাবেক মোদাররেস ছনুয়া ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা বাঁশখালী চট্টগ্রাম।

২০। হযরত মওলানা আবদুল লতীফ সাহেব (মঃ জিঃ) সাং ছনুয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম সাবেক মোদাররেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও পুইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা (ওস্তাজুল আসাতেজা)।

২১। হযরত মওলানা মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব (মঃ জিঃ) সাং ছনুয়া সাবেক মোদাররেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম।

এই বর্ণিত প্রসিদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বুজর্গানে দ্বীনের প্রত্যেকের পেছনে হাজারে হাজার শাগেরদ মুরীদান ছাত্রছাত্রী এবং ভক্তগণ রহিয়াছেন। তাঁরা ছাড়াও হাজারে হাজার বড় বড় ওলামায়ে কেরাম, মোহাদ্দেসীন, ওয়ায়েজীন এবং সারা বাংলাদেশের দ্বীনী মাদ্রাসা সমূহের মোদাররেসীন ও প্রসিদ্ধ বক্তাগণ হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (শেঃ) বুজর্গী ও অসাধারণ কমালিয়াত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আজ এক যুগ বা ততোধিক প্রায় ১৫/১৬ বৎসর পর্যন্ত প্রথমে একদিন, তারপর ২ দিন, ৩ দিন, ৫ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন, ১৭ দিন পরে পরে ১৯ দিন ব্যাপী আজ কয়েকবৎসর হইতে মাহফীলে সীরতুন্নবী (সঃ) এবং তাহার অনুষ্ঠান সূচী ও বক্তাগনের নাম ধাম দেখিলেই প্রমাণ হইবে যে তিনি কতবড় শখ্ছিয়ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সিদ্ধি পুরুষ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁলা ও তাঁহার পেয়ারা হাবিবের আশেখ ছিলেন। হযরত মওলানা রূমী (রাঃ) ঠিকই বলিয়াছেন—

آفتاب آمد دلیل آفتاب ـ گر دلیلت باید از وی رو متاب

বিখ্যাত মনিষী মওলানা রূমী মানচী আরেফ বিল্লাহ তাঁহার সুবিখ্যাত মছনবী শরীফে বলিয়াছেন সূর্য্যের দলিল সূর্য্যই যথেষ্ট, তোমার দলিল দরকার হইলে তবে সূর্য্যের দিকে তাকাও এবং মুখ না ফিরাইয়া দেখিতে থাক।

নসব নামা বা বংশ পরিচয়

থাকে পাক চুনতীর কুতুবে জমান মাহবুবে রহমান পাক ছোবহান আশেকে নবীয়ে আখেরুজ্জমান শিরমনি হযরত শাহ্ শাহেব কেবলার (কোঃ) বংশ অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁহার বংশ পরিচয়ের নসব নামা খান্দানের দ্বারা ইহা প্রমানিত হয় যে, তাঁহারা আসলে আরবী বংশধর সারা দেশের সুপ্রসিদ্ধ এই চুনতী গ্রামের অন্যান্য প্রসিদ্ধ খান্দান ও নসবের উৎকৃষ্ট গুনাবলীর মধ্যে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) নসব খান্দান একটি পৃথক গুণে গুণান্বিত। তাহা হইল এক মাত্র মেহমান নওয়াজী অর্থাৎ মুসাফির অথিতিদের বিশেষ ভাবে খেদমত করা। বিদেশী মুসাফিরদের খানা পিনার ইন্তেজাম আথিতেয়তা তাঁহারই বংশে বহুকাল হইতে বেশী প্রসিদ্ধ। তাহা আমরা ছোট কাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। সব সময় মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র আলেম ওলামা এই সুপ্রসিদ্ধ "ইউসুফ মনজিলে" থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের অভ্যর্থনা মরুত্তত ও ব্যবহার পুর্ব হইতেই আরবী লোকের মত বিখ্যাত। যে কোন মুসাফির বা গরীব লোক আহার ও বাসস্থান চাহিলে "ইউসুফ মওলভী সাহেবের বাড়ীতে যাও" বলিয়া সকলেই দেখাইয়া দিত। তাহা আমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছি এবং নিজ কানে শুনিয়াছি। পাক ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে চুনতী হইয়া আরকান বর্মার লোকের যাতায়াত বেশী হইত। চুন-

তীর খাঁ দিঘীর পূর্বপাশে দক্ষিন পাশে নিয়মিত বাজার ও স্থায়ী দোকান পাট চালু ছিল। তখন আরকান ও বর্ম্মার বহু মুসলমানরা ইউসুফ মনজিলেই বেশী থাকিত দুই কারণে প্রথমতঃ বর্ষায় হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজানের জমানা হইতে তাঁহাদের বিরাট জমিদারী বহাল ছিল, দ্বিতীয়তঃ হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজানের জমানা হইতে অনেক শাগিরদ মুরীদান বর্ম্মা হইতে দ্বীনী এলম ও মারফত শিক্ষার জন্য চুনতীতে আসা যাওয়া করিত এবং তিনি সেই সময় আকিয়াবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। সেই হিসাবে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) বংশ শাহী নবাবী অন্তর লইয়া জনগনের নিকট শোহরত ও সুখ্যাতী লাভ করিয়াছিল এবং সেই অন্তর লইয়াই হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) এখন পর্যন্ত বড় বড় জেয়াফত, মাহফিল এবং রাত দিনে খোলা দিলে মেহমানদারী করিতে পারিয়াছেন। আমরা লোকে বলাবলি করিতে শুনিয়াছি যে আমরা অত মোরগ জবেহ্ করিয়া মেহমানদারী করিতে পারিবনা যত শত শত গরু-ছাগল জবেহ করিয়া বিরাট বিরাট জেয়াফত ও মেহমানদারী তাঁহাকে করিতে দেখা যায়। তাঁহার জন্য ১০।১২টি বড় বড় গরু জবেহ করিয়া জেয়াফত দেওয়া অতি সামান্য মামুলী কাজ। তখন গরুর দাম ৩।৫।৬ হাজার টাকা, কমপক্ষে ৪।৫ হাজার টাকা ছিল।

ابی سعادت بزور بازو هست ـ
تا نه بخشد خدائے بخشنده

অর্থাৎ এই নেক্ বখতি সৌভাগ্য নিজের বাহু বলে নহে, যতক্ষণ না বখশিশ করনে ওয়ালা মহাদাতা খোদাওন্দতালা দান না করেন।

একটি দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা

বুজর্গানে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত এই ধরনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। যাহা আমি একদিন শাহজাদা মওলভী জামাল আহমদ সাহেবের মাতা সাহেবা মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুন হইতে জোবানী শুনিয়াছি। একদা একদিন শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) বাড়ীতে দুপুর বেলায় সকলেই খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আরাম করিতে ছিলেন, এমন সময় দুরাগত এক মুসাফির আসিলে কেহই খবর গীরী করেন নাই। সে নৈরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। অথচ শাহ্ সাহেব (কোঃ)কেবলার বাড়ীতে যে কোন সময় দুরাগত মুসাফির মেহমান আসিলে খানাপিনা বা থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার তাঁহার মহামান্য দাদাজান কেব্লার (রাঃ) অছিয়ত-নছিহাত ছিল। কিছুক্ষণ পরে মোছাম্মৎ মাহমুদা খানমের ভীষণ জ্বর ও ভয়ানক অসুখ দেখা দিল। এই খবর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ার পর শাহ্জাদার মহামান্য নানাজান সাহেব কেবলা হযরত মওলানা বশীর আহমদ (রাহঃ) জানাজানি করিয়া অবগত হইলেন যে একজন দুরাগত মুসাফির উপবাসে নৈরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই জন্যই তাঁহার বড় মেয়ের ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে

সকলকে তিরস্কার করিলেন এবং খুবই দুঃখিত হইলেন। ভবিষ্যতে যেন এই রকম কোন মুসাফির কোন দিনই যেন বিদায় না নেয়, সময় অসময়ে মেহমান আসিলে যেন খবরগীরী করা হয়, জোর তাকিদ করিয়া সাবধান বাণী ঘোষণা করিলেন। পরে নাকি তিনি ছদকা দান খয়রাত করিয়া পরম করুনাময় আল্লাহ্ তালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনই তিনি রোগমুক্ত হইয়া শেফা লাভ করিলেন।

আরও একটি স্মরণীয় নছিহাত পূর্ণ ঘটনা। হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদী মোছাম্মাৎ আমিরুন্নিছা খাতুন বিনতে হযরত মওলানা মুইনুদ্দিন (রাঃ) সাং শফী মিয়াজী পাড়া, আধুনগর ছোট কালে একদিন পুকুরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আল্লাহতালার এক বন্দা পানি হইতে তুলিয়া লইলেন। প্রাণ যায় যায় বাঁচিবার আশা নাই। তখন হযরত মওলানা মুইনুদ্দিন (রাঃ) নিজ মেয়ের হঠাৎ এইদশা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, হায় হায় আমি মস্ত বড় ভুল করিয়াছি! দোষ করিয়াছি। আমি আমার মেয়েকে এবং সব কিছুকে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার কাছে সোপর্দ করিনাই। তাই আজ আমার উপর এই দশা এবং মছিবৎ। যদি আমি আল্লাহ্ তালার কাছে সোপর্দ করিতাম, তাহা হইলে এই রকম কখনও হইতনা। বলিলেন হে খোদাওন্দতালা! যদি আমার মেয়ে বাঁচিয়া উঠে ইনশা-আল্লাহতালা আগামী কাল খুবই ভোরে গোশালা হইতে প্রথম যে গরুটা বাহির হইবে তাহা আল্লাহতালার নামে ছদকা দিব।

অতএব তাঁহার নজর নেয়াজ আল্লাহতালা কবুল করিলেন। মেয়ে জীবন ফিরিয়া পাইল। তিনি ও ওয়াদা পালন করিয়া তার পর দিন গরু জবেহ করিয়া ছদকা দিলেন। অতএব শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদীর আব্বাজান ও কত বড় বুজর্গ ছিলেন এই ঘটনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় মূল্যবান ঘটনা ঃ—

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদী সাহেবা মোছাম্মাৎ আমিরুন্নিসা খাতুনের শুভ-বিবাহের পর একদা একদিন কোন আলেম সাহেব ওয়াজ করিতে ছিলেন। তিনি সেই ওয়ায়েজ আলেম সাহেবের ওয়াজ মন দিয়া শুনিতে ছিলেন। মওলানা সাহেব মেয়েদের কে ছবর শোকর ধৈর্য্য ধরার এবং পরম করুনাময় আল্লাহ্ তালার যে কোন-কাজে রাজী থাকার ফজিলত বয়ান করিতেছিলেন। আল্লাহ্ তালার কাজে সন্তুষ্ট হইলে তিনি বেশী খুশী হন। তিনি আরও ওয়াজ করিলেন, যে মেয়ে লোকের বেশী সন্তান হইবে আওলাদ ফরজন্দ হইবে এবং নেক্কার ছেলে মেয়ে হইবে আল্লাহওয়ালা ছেলে মেয়ে হইবে, সেই মেয়েটি বেহেশতে যাইবে অর্থাৎ বেহেশতি হইবে। তখন তিনি আরজু করিয়া মোনাজাত করিলেন—হে খোদা! তুমি আমাকে সেই রকম বেশী সন্তান-সন্ততী নেক্কার ছেলে মেয়ে দান কর এবং আমীন! আমীন! বলিলেন। তারপর মাওলানা

সাহেব ওয়াজ করিলেন, যে মেয়ে লোকের বেশী মেয়ে হইবে বা একটি মেয়েও হইবে সে বেহেশতি হইবে। তখন এই রকম মেয়ের জন্য দোয়া করিলেন এবং আমীন! আমীন! বলিলেন। মাওলানা সাহেব আবার ওয়াজ করিলেন: যাহার সন্তান মারা যায় এবং তৎপর ছবর করে সে বেহেশতি হইবে। তখনও তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন। পরে মওলানা সাহেব ওয়াজ করিলেন, যে মেয়ে লোকের যমজ সন্তান হয় এবং ছবর করে সেও বেহেশতি হইবে। তিনি তাহাও আল্লাহতালা হইতে খুঁজিয়া দরখাস্ত করিলেন যে এই নেয়ামতটিও খোদা আমাকে দান কর। আল্লাহতালার কি মহিমা প্রত্যেকটি নেয়ামত তিনি পরওয়ারদেগার হইতে পাইলেন। বিখ্যাত কবি হাফেজ সীরাজী খুব ভালই বলিয়াছেন।

حافظا وظیفۂ تو دعا گفتن ست بس -

در بندآں مباش کہ نہ شنود یا شنود

অর্থাৎ ওহে হাফেজ। (কবি নিজকে নিজে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ইহা কবিদের অভ্যাস) তোমার অজিফা হইল (কর্তব্য) আল্লাহতালার দরবারে দোয়া করা, তিনি শুনিয়াছেন কিনা বা শুনেন নাই ইহার চিন্তা ভাবনা ফিকির করা তোমার কাজ নয়, কখনও ইহার পেছনে পড়িওনা। বন্দার কাজ বন্দেগী করা, অতএব দোয়া করা একটি বড় এবাদত।

আর একজন মোমেন কে দোয়া করিতে বলাও এবাদত।

সুতরাং আল্লাহতালার রাহমতে মোছাম্মাৎ আমিরুন্নিসা খাতুনের গর্ভে মোট ১১টি ছেলে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) তিনটি মেয়ে মারা গিয়াছে, (৪) চারিটি জীবিত ছিল। (১) একটি ছেলে মারা গিয়াছে (৩) তিনটি জীবিত ছিল। ইহার বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব ইনশাআল্লাহতালা। সাতটি মেয়ের একটি ফজিলত আছে বলিয়া ও শুনিয়াছিলেন। তিনি তাহাও পাইলেন। ষমজ সন্তানের মধ্যে হযরত শাহ্‌সাহেব কেবলার (কোঃ) আববাজান ও তাঁহার ফুফু আম্মা মোছাম্মাৎ জহিরা খাতুন একই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ? ছোবহানল্লাহ্।

سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বংশের বিবরণ

জনাব মওলানা ছালেহ আহমদ সাহেব, যিনি হযরত শাহ্ সাহেবের (কোঃ) ছোট সহোদর ভাই হন বলিতেছেন যে- তাঁহাকে চুনতীর সুপ্রসিদ্ধ হযরত শাহ্ ছুফী আল্লামায়ে যমান মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল হক মুজাদ্দেদী চুনতবী (কোঃ) খলিফায়ে আজম হযরত আজম গড়ী (কোঃ) নিজ জোবানে

বলিয়াছেন যে তাঁহাদের বংশ পরিচয় বা নসব নামা নিম্নরূপ—

حضرة العلامة شاه صوفى الحاج مولنا حافظ احمد قدس الله سره العزيز بن الحاج مولنا شاه سيد احمد رحمه الله تعالى بن الحاج شاه مولنا محمد يوسف رحمه الله تعالى بن منشى قاسم على رحمه الله تعالى بن صوفى محمد مقيم رحمه الله تعالى بن محمد عبد الغنى شقدار رحمه الله تعالى بن محمد عبد الرشيد تعلقدار رحمه الله تعالى بن محمد ابراهيم خواندكار رحمه الله تعالى بن حضرة العلامة شاه عالم خليفة لشيخه المهاجر المبلغ العربى قدس الله سره العزيز -

হযরত শাহ্ আল্লামা ছুফী আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আহমদ (কোঃ) ইবনে আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ (রাহ) ইবনে আলহাজ্ব শাহ্ মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রাহ) ইবনে মুনশী কাসিম-আলী (রাহ) ইবনে ছুফী মুহাম্মদ মুকীম (রাহ) ইবনে মুহাম্মদ আবদুল গনি সিকদার (রাহ) ইবনে মুহাম্মদ আবদুর রশীদ তালুকদার (রাহ) ইবনে মুহাম্মদ ইব্রাহীম খন্দকার (রাহ) ইবনে হযরত আল্লামা শাহ্ আলম (খলিফায়ে শেখে খোদ) আলমুহাজির আল মুবাল্লিগ আল আরবী (কোঃ) আপন পীর ও মুরশেদের আদেশে আরব

দেশ হইতে এই দেশে আগমন করেন এবং সর্ব প্রথমে আনোয়ারা উপজিলার অন্তর্গত গহিরা গ্রামে তশরিফ আনেন পরে সেখান হইতে বাঁশখালী উপঃ জিলার অন্তর্গত জলদীয় কালিপুরে বসবাস করেন।

(প্রকাশ থাকে যে বহু বৎসর আগে আরব দেশ হইতে আরবী সওদাগরগণ আওলিয়া, দরবেশ ও আওলাদে রসুলগণ (সঃ) চট্টগ্রাম (ইসলামাবাদে) তশরীফ আনিয়া ব্যবসা বাণিজ্য তবলীগ তালিমের এবং ইস্‌লামী শিক্ষা প্রদান করতঃ স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন ইহার বহু প্রমান আমরা ইতিহাসের পাতায় এবং মুরব্বিদের মুখে মুখে পাইয়াছি এবং শুনিয়াছি। অনেক আওলাদে রসুল (সঃ) আওলিয়া দরবেশ গণের মাজার সমূহ চট্টগ্রামের বহু স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে।

অতঃপর তাঁহার ছেলে হযরত শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ ইব্রাহীম খান্দকার (রাহ) কালিপুর হইতে সুবিখ্যাত চুনতী গ্রামে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। চুনতীর অতি পুরাতন ঈদগাহ (বর্তমানে যেখানে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) পাহাড়ের উপর মধ্যখানে যে একটি খুব বড় ৭/৮ হাত বেড় শত বৎসরের পুরাতন আম গাছ ছিল, উহা তাঁহার পাকঘরের নিকটেই ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ছেলে মুহাম্মদ আবদুর রশীদ তালুকদার ছিলেন। তাঁহার ছেলে মুহাম্মদ, আবদুল গণি সিকদার

ছিলেন, তাঁহার ছেলে মুহাম্মদ মুকীম, তাঁহার ছেলে মুনশী কাসিম আলী, তাঁহার ছেলে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজান হযরত শাহ্ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রাহ) মোহাজের মক্কী পয়দা হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আলহাজ্ব শাহ্ মওলানা সৈয়দ আহাম্মদ (রাঃ) বাবাজানের সঙ্গে পবিত্র হজ্ব পালন করিতে যান। তখন হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) মাতৃগর্ভে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহতালার কি মহিমা হজ্ব পালনের পর শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজান হেরম শরীফেই ইন্তেকাল করেন এবং জন্নত বাসী হন। তাঁহার আববাজান একাই নিজ দেশে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে পবিত্র হেরেম শরীফেই তাঁহার নিজ পরিবার বর্গের সকলের জন্য বিশেষতঃ তাঁহার আববাজান হযরত শাহ্ মওলানা সৈয়দ আহমদ (রাহঃ) এবং তাঁহার ছেলে মেয়ে ও পরিবার বর্গের জন্য বেশী দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকতেই তাঁহার বংশে এত বড় কুতুবে জামান বুজর্গ পয়দা হইয়াছেন।

(জদ্দে আমজদ্ দাদাজানের বংশ পরিচয়। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজানের হযরত শাহ মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রাঃ) তিন পুত্র এবং চারি মেয়ে জীবিত ছিলেন। এক পুত্র মওলবী নূর আহমদ এবং তিনটি মেয়ে পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহাদের কোন বংশধর ও নাই। ইহার বিবরণ পূর্বে কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে।

জীবিতদের মধ্যে ভাই বোন প্রত্যেকই বড় পরহেজ-গার আলেম, ফাজেল, মুত্তাকী এবং সর্বজন প্রিয় আওলিয়া ছিলেন। ( ) হযরত শাহ্ মওলানা ছুফী ফয়েজ আহমদ (রাহ) (২) হযরত শাহ্ মওলানা ছুফী সৈয়দ আহমদ (রাহ) (৩) হযরত শাহ্ মওলানা ছুফী বশীর আহমদ (রাহ) তাঁহারই বড় মেয়ে চাচাতো বোন মোছাম্মাৎ মাহমুদা খাতুনের শুভ-বিবাহ হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) সহিত মুবারক দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদা জানের মেয়েদের মধ্যে বড় মেয়েটি মোহাম্মাৎ ফাতেমা খাতুন আহ্লীয়ায়ে হযরত মওলানা আবদুল করিম (রাহঃ) সাং দক্ষিণ মিঠাছড়ী রামু, চট্টগ্রাম। হযরত পীরে কামেল আলহাজ্ব শাহ্ মওলানা নজীর আহমদ (রাহ) চুনতবী এর মাতা সাহেবা (রাঃ) অর্থাৎ চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল শাহ্ মাওলানা হাবিব আহমদ সাহেবের দাদী হন।

২। মেয়ে মোছাম্মৎ নূরজাহান খাতুন আহ্লীয়ায়ে আলহাজ্ব শাহ্ মাওলানা আবদুল গনি সিদ্দিকী (রাহ) চুনতী বড় মওলানা বাড়ী। আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ শমছুল হুদা সিদ্দিকী (রাহ) এর মাতা সাহেবা হন।

৩। মেয়ে মোছাম্মাৎ জহিরা খাতুন আহ্লীয়ায়ে হযরত মওলানা মফজলুর রাহমান (রাহ) সাবেক মোদাররেস চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা। শাহজাদা মওলভী জামাল

আহমদ সাহেবের দাদা শ্বশুর হন, মরহুম মওলভী মুহাম্মদ তফছিরুদ্দিন এর মাতা সাহেবা। ৪। মেয়ে মোছাম্মাৎ খানম আহলীয়ায়ে বিখ্যাত জমিদার মওলভী মুহাম্মদ শের আলী খাঁ পীং জমিদার মওলভী আজমুল্লাহ খাঁ সাং হারভাং চট্টগ্রাম।

হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) দাদাজানের একটি মাত্র বোন ছিলেন মোছাম্মাৎ ফরহাতুন্নিসা বা ফরহাত জাহান খাতুন, আহলীয়ায়ে হযরত মওলানা ওয়াজীহুল্লাহ খাঁ সিদ্দিকী পীং হযরত বড় মওলানা খলিফায়ে হযরত সৈয়দ আহমদ বরীলুওয়ী (রাঃ) (ভারত যুক্তপ্রদেশ) হযরত শাহ মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম সিদ্দিকী (রাহঃ) যাঁহার নামানুসারে হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা নাম রাখা হইয়াছে। তাঁহার এই বড় ছেলে দিল্লীর জিলা জজ্ ছিলেন। (قاضی القضاة) বিখ্যাত জমিদার শায়েরে লাছানী আদীবে কামেল আশেকে রসূল (সাঃ) মরহুম মওলানা ফওজুল কবীর সিদ্দিকী (রাঃ) প্রকাশ মন্নু মিয়ার মাতা সাহেবা ছিলেন।

জন্ম ও বাল্যকাল

শিরমণি পেশোওয়ায়ে মোকররাবীন ঈমামে ছালেকীন আস্তানায়ে আরেফীন হাদীয়ে আশেকীন, গওছে জামান হযরত শাহ সাহেব কেব্লার (কোঃ) জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ইখতেলাফ্ দেখা যায়। ইহাও আশেকে রসূলের (সঃ) একটি সুন্নত মতে আমল বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন সৈয়দুল মোরসলীন

রাহমতুল্লিল আলমীন নবীয়ে আখেরুজ্জমান আঁ হযরত (সঃ) এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ইখতেলাফ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন আঁ হযরত (সঃ) ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার সকালে জন্ম গ্রহন করেন, ইহাও ছহীহ রেওয়ায়তে আছে। আবার মশহুর রেওয়ায়তে ১২ই রবিউল আওয়াল রোজ সোমবার বলিয়া ছাবেত আছে এবং ইহাই প্রচলিত মশহুর রেওয়ায়ত, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সকলই এই পর্যন্ত আমল করিয়া আসিতেছেন। তদ্রুপ হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) জন্ম সন কেহ কেহ ১৯০৫ইং কেহ ১৯০৬ইং আবার কেহ কেহ ১৯০৪ইং বলিয়াছেন। প্রমাণ হিসাবে বলিতে চান যে তিনি নাকি নিজেই ১৯০৪ইং জন্ম সন বলিয়া ফরমাইয়াছেন। তাঁহার ছোট সহোদর ভাই মাওলানা ছালেহ আহমদ সাহেব যিনি তখন হইতে একমাত্র বড় ভাইয়ের বেশী খবরা খবর রাখিতেন তিনি বলিতেছেন যে, আমি দৃঢ় ভাবে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, তিনি ১৯০৮ ইংরেজীতে জন্ম গ্রহন করেন আর আমি ১৯১০ ইংরেজীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছি। আর আমার জেঠাত ভাই খলিফায়ে লাছানী হযরত আজমগড়ী (কোঃ) হযরত শাহ ছুফী আলহাজ্ব মওলানা মুনির আহমদ (রাহ) ৫৯ উনষাইট মঘী তুফানের সময় পয়দা হন। একথাও মনে আছে যে তখন শকাব্দি সন (শিখ্দের শকাব্দঃ শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ গণনা করা হইত) ঐ শকাব্দী হিসাবে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) ৩১ শকাব্দীতে পয়দা হইয়াছেন, আর আমি

৩৩ শকাব্দীতে জন্ম লাভ করিয়াছি। অতএব এই রেওয়ায়ত মতে তাঁহার বয়স মোট ৭৫ বৎসর হয়। সে যাহাই হউক এবার তাহার বাল্যকাল হইতে দ্বীনী এলম শিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত আলোচনা করিতেছি।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) আব্বাজান হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ (রাহঃ) প্রথমে স্বগ্রাম নিবাসী শাহ্ মন্ জিলের নিকটস্থ বাড়ী মরহুম মৌলভী গোলাম মোস্তফা (রাঃ) এর ভগ্নী মোছাম্মাৎ হাজেরা খাতুন (রাঃ) কে প্রথমা স্ত্রী হিসাবে শাদী করেন। তাঁহার গর্ভে (১) শাহ্ সাহেব কেব্লা (কোঃ) (২) মওলানা ছালেহ আহমদ সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুইজনকে রাখিয়া তাহাদের আম্মাজান আল্লাহতালার হুকুমে ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁহার আব্বাজান সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত করেয়ানগর হইতে তৎকালীন মশহুর আলেম মওলানা আবদুল ফত্তাহ্ মরহুমের একমাত্র কন্যা মোছাম্মাৎ ময়মুনা খাতুনকে ২য়া স্ত্রী শাদী করেন। তাঁহার গর্ভে শুধু দুই ছেলে জন্ম গ্রহন করেন। (১) মওলানা জহুর আহমদ সাহেব (এফ, এম, কলিকাতা মাদ্রাসা) (২) মওলানা শুকুর আহমদ সাহেব, তিনি বর্মায় আছেন।

আল্লাহতালার হুকুম এই দুইজন ছেলে রাখিয়া তিনিও জন্নাতবাসী হইলেন। অতএব হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) আব্বাজান ২য়া স্ত্রীর ইন্তেকালের পর বর্তমান জীবিত ৩য়া শাদী পাগলিকুলের মওলানা মনির আহমদ মরহুমের কন্যা

মোছাম্মাৎ হাফেজা খাতুনকে শাদী করেন। তাঁহার গর্ভে বর্তমান দুই ভাই জন্ম লাভ করেন। (১) মওলানা শাহ্ নেছার আহমদ সাহেব (এফ, এম্ কলিকাতা) (২) মৌলভী আবছার আহমদ সাহেব।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) আম্মাজান (রাহঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর এবং তাঁহার ছোট ভাই মওলানা ছালেহ আহমদ সাহেবের বয়স ৫ বৎসর কাছাকাছি হয়।

বাল্যকাল হইতেই তিনি যে এত বড় বুজুর্গ কুতুবে জমান হইবেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেন এবং পিতার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও যোগ্য অগ্রজদের আদর যত্নে তিনি বাল্যকাল কাটাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষার জন্য বাল্যকালে আমিরাবাদ নিবাসী (প্রকাশ নোয়া মৌলভী সাহেব) হযরত মওলানা বজলুররাহমান মরহুম নিযুক্ত ছিলেন। পবিত্র কোরান শরীফের পবিত্র সবক হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হইয়া গৃহের শান্ত পরিবেশে জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুযোগ পাইয়া হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র কোরাণ মজিদ খতম করিলেন এবং প্রচলিত মাতৃভাষা, উর্দু, ফারসী এবং আরবী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হইলেন এবং পরবর্তী জীবন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পান। তাঁহার প্রাথমিক ওস্তাদের খেদমতে জমাতে হাশতম (বর্তমান মতে দাখিল ৭ম) পর্যন্ত সুন্দর ভাবে দ্বীনী এলম শিক্ষা করিয়া

তৎকালিন বিখ্যাত ফকির দরবেশ আফজল নগরের (সাতকানিয়া উপজেলার অন্তরগত) হযরত মওলানা আবদুল বারী (রাহ) (প্রকাশ ফকীর মৌলভী সাহেব আফজল নগর) এর মাদ্রাসায় ১২ (বার) বৎসর বয়সে জমাতে হাফতম পর্যন্ত (দাখিল ৮ম) শিক্ষা লাভ করিয়া বাঁশখালী ছনুয়া মাদ্রাসায় চলে যান। সেখানে হযরত আজমগড়ি (কোঃ) এর বড় খলিফা আল্লামা হযরত মুহাম্মদ ফজলুল হক মোজাদ্দেদী চুনুতবী প্রায় ১০/১১বৎসর পর্যন্ত মোদাররেস নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই আকর্ষণে এবং তাকিদে তিনি ছনুয়া মাদ্রাসায় দ্বীনী এলম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রায় এক বৎসর সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন। সেখানেও তিনি আর বেশী দিন রহিলেন না। সেখান হইতে চট্টগ্রাম শহরের সুবিখ্যাত প্রথম (ওল্ড স্কীম) বড় মাদ্রাসা দারুল উলুম চন্দন পুরায় চলে যান। এই মাদ্রাসার খুব নাম ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া জমাতে ছিয়ম (আলিম ২য় বর্ষ) পাশ করিলেন। আল্লাহ তালার কি হুকুম সেখানেও তিনি বেশী দিন মন টিকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। পবিত্র হাদিস শরীফে আছে :—

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থাৎ হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন প্রত্যেক ব্যক্তি যেই কাজের জন্য পয়দা করা হইয়াছে তাহার জন্য সেই কাজই (আল্লাহ তালার তরফ থেকে) সহজতর করা হইয়াছে বা হইবে।

আরও কথিত আছে—

هر کسے را بہر کارے ساختند

میل او را در دلش انداختند

অর্থাৎ আল্লাহ তালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি নির্দ্ধারিত কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সেই কাজই করিতে হইবে, অন্য কোন উপায় নাই। আল্লাহ তালার হুকুম এবং মর্জ্জি অন্য রকম, তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে, বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। তিনি সেই প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা ত্যাগ করিয়া সোজা বঙ্গদেশের তৎকালিন রাজধানী কলিকাতার মশহুর আলীয়া মাদ্রাসায় চলিয়া গেলেন। উক্ত মাদ্রাসায় তিনি কৃতিত্বের সহিত জমাতে উলা (ফাজিল ২য় বর্ষ) পাশ করিলেন। তখনকার জমাতে উলা উচ্চ শ্রেণীর ফনুনাত, মাকুলাত এবং মনকুলাত সহ অতি কামেল নেছাব (হাইষ্টেণ্ডার) তালিকাভুক্ত ছিল। বর্তমান ফাজিলের ছাত্ররা তাহা আয়ত্তেও আনিতে পারিবেনা। কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হইতে ফাজিল জমাত পাশ করিবার আগেই তাঁহার শাদীয়ে মোবারক হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার আপন চাচাতো বোন মোছাম্মাৎ মাহমুদা খাতুনের সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। অনুমানিক ১৯৩৪-৩৬ ইংরেজী সনে তাঁহার শাদীয়ে মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।

আওলাদ ফরজন্দ

হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লার (কোঃ) একমাত্র ছেলে শাহ্‌জাদা মৌলভী জমাল আহমদ সাহেব ১৯৩৬ ইং তে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বহু বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর শাহ জাদী মোছাম্মাৎ আমেনা খাতুন (একমাত্র কন্যা) জন্ম লাভ করেন। তাঁহার বহুদিন পরে শাহ্ সাহেব কেব্‌লার (কোঃ) এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৫/১৬ দিন পর তাঁহাকে আল্লাহ তালা পরকালের জখিরা করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম ছিল জাকের আহমদ (রাহ)

কলিকাতা হইতে বর্মায় গমন ও বেলায়ত প্রাপ্তি—
হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) কলিকাতায় ফাজিল পাশ করিয়া দরসে হাদিস শরীফে (টাইটেল) আরম্ভ করিবার নিয়তে রহিয়া গেলেন। সেই সময় চুনতী নিবাসী হযরত মওলানা মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন (রাহ) (কাষ্টক্লাস ফাষ্ট গোল্ড মেডলিষ্ট) প্রথম বিভাগে প্রথম সোনার মেডেল প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রিন্সিপাল চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা শাহ্ সাহেবের আব্বা-জানের অনুরোধে তাঁহার মুরব্বিয়ানা করিতেন এবং দেখা-শুনা করিতেন। এই কথা একদিন মরহুম মওলানা নুরুল হোসেনের বাড়ীতে তিনি তাঁহার ইন্তেকালের বোধ হয় এক বৎসর আগে বলিয়া ছিলেন। তখন হযরত মওলানা শাহ্ বদিউর রহমান আরকানী (রাহ) অন্যান্য লোকজন সহ মও-

লানাকে এয়াদত পুরছি (রোগী পরিদর্শন করা) করিতে গিয়াছিলেন। তখন আমি ও সঙ্গে ছিলাম এবং মওলানা মরহুমের সমস্ত কথা শুনিয়াছি। আরও জানিলাম যে তখন সুখছড়ি নিবাসী মওলানা আহমদ কবীর (রা) পীং মওলানা তজম্মুল হোসেন (রাঃ) হযরত শাহ্ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। ইন্তেকালের আগে পর্যন্ত শাহ্ সাহেব কেবলার দরবারে এবং সাথে সাথে প্রায় ভক্তি সহকারে আন্তরিক দোয়ার জন্য আসিতেন তাহা আমি নিজেই দেখিয়াছি।

অতএব, আল্লাহ তালার ইচ্ছা এবং কুদরত কে বুঝিতে পারে, হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার ভয়ানক অসুখ (কোঃ) হওয়ায় টাইটেল জমাতের আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হইলনা। তিনি কলিকাতায় থাকা অবস্থায় তাঁহার ছোট ভাই মওলানা ছালেহ আহমদ সাহেব বর্মায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন শাহ্জাদা মৌলভী জমাল আহমদ সাহেব প্রায় ১ (এক) বৎসর মাত্র। এ কথা জানিতে পারিয়া তিনি কলিকাতা হইতে সোজা বর্মায় যাইবার প্রস্তুতি নিলেন। যেহেতু শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) ভাইয়ের বর্মা গমন খবর পাইয়া চিন্তায় এবং শোকে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক ছয় মাস অতিবাহিত হইতেই তাঁহার অতি দরদী মামুজান মরহুম মৌলভী গোলাম মোস্তফার সঙ্গেই বর্মায় চলে যান এবং ভাইকে নিজ দেশে আনিতে গেলেন। যেই দিন বর্মায় পৌছিলেন, সেই দিনই পুরাপুরী ছয় মাস পূর্ণ হইল, তাঁহার ভাইয়ের বিচ্ছেদ বেদনার কাল।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) ফুকুত ভাই মরহুম মৌলভী ইব্রাহীম (রাঃ) তখন বর্মায় ভামু জামে মস্‌জিদে পেশ ইমাম ও খতীব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি কিছু দিনের জন্য নিজ দেশের গ্রামে চুনতীতে আসিয়া বেড়াইয়া যাইবেন। অতএব, তাঁহার জায়গায় হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকে (কোঃ) পেশ ইমামও খতীব নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত ইমামতীর খেদমত আন্‌জাম দিলেন। কিন্তু আল্লাহতালার কুদরত ও মশিয়ত কে বুঝিবে -

هر کسے را بہر کارے ساختند

میل او اندر دلش انداختند

পরম করুনাময় আল্লাহতালা আপন বন্দাদের মধ্যে এক একজনকে এক একটি কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন। সকলকে একটি কাজের জন্য পয়দা করেন নাই। ইসলাম ঈমান ও দ্বীন রক্ষা করা সকলের উপরই মিলিতভাবে দায়িত্ব আছে বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে আবার দায়িত্বের মধ্যেও বিভিন্ন রকম তফাৎ ও ধারাবাহিক ভাবে শ্রেণী ভাগ আছে।

অতএব আল্লাহতালার হুকুমে ১৯৩৬-৩৭ ইংরেজীতে সেখানেই তিনি মজ্‌জুবী হইয়া গেলেন। এবং ছয় মাস অতিবাহিত হইতেই তাঁহার মজ্‌জুব হালত দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মজ্‌জুবী হালত ও তাঁহার কেরামাত আরম্ভ

نور حق شمع الٰہی کو بجھا سکتا ھے کون؟

جس کا حامی ھو خدا اسکو مٹا سکتا ھے کون؟

অর্থাৎ আল্লাহতালার নূর এবং খোদাতালার বাতিকে কেহ নিভাইতে পারেনা এবং যাহার সাহায্যকারী মদদকারী খোদ খোদাওন্দতালা হইবেন তাঁহাকে কেহই মিটাইতে বা নষ্ট করিতে পারেনা। ১৯৩৭ইং হইতে প্রায় ৩৬ বৎসর ৩ তিন যুগ কাল পর্যন্ত তিনি হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জে শকর (কঃ) এর মত তিনযুগ ধরে সাধনা করে নানা স্তরের মকামাত এবং আল্লাহতালার কঠিন পরীক্ষায় জয়ী হন। তখন তিনি পাহাড়ে পর্বতে, জঙ্গলে, নদীতে, গলিতে গলিতে, গ্রামে-শহরে-বন্দরে, উঁচু-নিচু জায়গায় শীত-গরম কালে, ঝড়ে-বৃষ্টিতে, তুফানে-অন্ধকারে আল্লাহতালার জিকির করিয়া এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রশংসা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার পবিত্র মুখে জোবানে সব সময় আল্লাহতালার এবং তাঁহার রসূলে করীমের (সঃ) জিকির আজকার জারী থাকিত। তাঁহার দুঃখ কষ্ট বা অশান্তি দেখিলে সকলেই তাঁহার জন্য তাঁহার পরিবার বর্গের জন্য হায় হায় করিত। তখন তিনি পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিতেন। তিনি এই অসার সংসারে সব রকম আরাম আয়েশের বহু উর্দ্ধে ছিলেন। এই মায়াবিনী দুনিয়ার বিলাস ক্ষণিকের

জন্যও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি পার্থিব জগতের সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া আজীবন একা একা দিনাতিপাত করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি তৎকালীন সমাজে হযরত উওয়াইস করনী (রাঃ) এর মত পাগল বলিয়া সকলের নিকট বিবেচিত হইতেন। কিন্তু লোকের কথায় তিনি আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার আপনজনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি নির্জন নিস্তব্ধ জায়গায় বেশী ভাবে দিন কাটাইতেন। লোকের অবস্থাদি দেখিয়া উপরে উল্লেখিত ওলায়ে কেরামের মধ্যে শাহ্ হযরত মাওলানা আলহাজ্জ নজির আহমদ (রাঃ) তাঁহার আদরনীয় ওস্তাদ ও ভগ্নিপতি হন, সব সময় বলিতেন যে, তোমরা 'হাফেজ'কে ছোট মনে করিও না। পাগল বলিয়া কোন সময় বেআদবী করিওনা। সে একদিন আপন পরিচয় দিবে এবং খুব বড় বুজুর্গ হিসাবে গণ্য হইয়া জমালী হালত এখতেয়ার করিবে। তাঁহার খোরাকের বিশেষ প্রয়োজনই হইত না। তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখিতেন। খাওয়া দাওয়া বা পরার দিকে তাঁহার তিল মাত্র ঝুক ছিলনা। কেহ ভক্তি করিয়া লুঙ্গি কোরতা এবং জুতা খরিদ করিয়া দিলে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নত মতে হাদিয়া স্বরূপ সাগ্রহে লইয়া তাহা ব্যবহার করিতেন বা কাহাকে দান করিয়া দিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এমন মজ্জুবী হালতে তিনি কখনও আলেমানা লেবাছ পোষাক, লম্বা কোরতা, টুপী, ভাল লুঙ্গি এবং ভাল

জুতা ছাড়া চলেন নাই। ঝড় বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করিতেন না। অনেকেই দেখিয়াছেন যে তাঁহার কাপড় চোপড়ও ভিজে নাই। আবার জমালী হালতের পর মধ্যে মধ্যে ছাতাও ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী পুত্র, ঘর বাড়ী, মা-বাপ, আত্মীয় স্বজনের কোন চিন্তাই ঐ সময়ে তাঁহার ছিলনা। শুধু সব সময় বলিতেন এই শ্লোকটি বার বার। যে এই শ্লোকটি তাঁহার রাত দিনের জিকির হইয়াছিল। ইহা বড় বড় করিয়া বলিতেন—

ہم مزار محمد پہ مرجائنگے
زندگی میں یہی کام کر جائنگے
ہم مزار محمد پہ مرجائنگے

হাম্ মজারে মুহাম্মদ পঃ মর্জায়েঙ্গে
জিন্দেগী মেঁ এহী কাম্ কর্জায়েঙ্গে।

বহুক্ষন প্রথম শে'র (শ্লোক) পড়ার পর ২য় শ্লোক পড়িতেন। জিন্দেগী মে এহী কাম্ কর জায়েঙ্গে—

এই উর্দু এশ্কিয়া কবিতার পূর্ণ আশ্'আর কবিতা সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রথম কবিতার পর—

আর্ছায়ে হাশ্রে মেঁ ধুম হুগী বড়ী
হুর ও গেল্মান মনায়েঙ্গে মিল্কর্ খুশী
খোলদ মেঁ জব্ শাহে বাহরোবর জায়েঙ্গে
বখশোওয়ানে কো উম্মৎকী জুর্মো খত্বা

তাজ্ পেহ্নে শফাআ'ত কা রোজে হুজা
পেশে মাবুদ্ খাইরুল্ বশর জায়েঙ্গে
আম্বিয়া আওলিয়া হোঁঙ্গে সাত্ হসাত্ হ
লেতী জায়েঙ্গি রাহ্মত বুলা সাতহ্ সাত্ হ
হাশর্ মে মেরে মওলা জিধর জায়েঙ্গে
নবিরুদে এগানা জীনে ইয়ে রান্জ হামিঁ
গর বোলায়েঁ না আ'কা মদীনে হামিঁ।
হিন্দ মেঁ জান্ছে হাম্ গোজর জায়েঙ্গে।

বঙ্গানুবাদ ঃ-

আমরা (হযরত রসূলুল্লাহ সঃ) এর মাজার শরীফে মৃত্যু বরণ করিয়া ফানা হইয়া যাইব। জীন্দেগীর মধ্যে এই কাজটাই (শুধু) করিয়া যাইব। তখন হাশরের ময়দানে (শান শওকত ও খুশীর বেশী শোর হাঙ্গামার) খুব বড় রকমের ধুম ধাম হইবে। হুর গেলমান সকলেই মিলিয়া মিশিয়া খুশী মানাইবে, যখন জল-স্থল সবের (সমস্ত দুনিয়ার) বাদ্শাহ বেহ্শ্তে যাইবেন। উম্মতের গুনাহ-পাপ সমস্ত মাফ করাইবার উদ্দেশ্যে, শফাআতের (সুপারিশের) তাজ পরিধান করিয়া, মাবুদে- হাকিকীর (আল্লাহ-তালার) সাম্নে যখন খাইরুল বশর (রসূলুল্লাহ) সঃ কেয়ামতের দিন যাইবেন, তাঁহার সাথে সাথে আম্বিয়া ও আওলিয়া হইবেন এবং সাথে সাথে রাহ্মতের আওয়াজ দিয়া রাহমত আনিয়া, আমাদের মুনিব হাশরে যেই দিকেই

যাইবেন, আনন্দে খুশীতে সকলই (অত্যন্ত সুখী হইবেন) আহাঃ একাকীর (অসহ্য) পেরেশানীর পেঁচে, কবলে পড়িয়া আমাদের এত দুঃখ কষ্ট, যদি আমাদের মুনিব সরদার আমাদেরকে মদীনা শরীফে তলব করিয়া না নেন (হাঁ) তাহা হইলে হিন্দুস্থান হইতে প্রাণ দিয়া (আমরা মদীনা শরীফে) চলিয়া যাইব (কবি হিন্দী বলিয়া তাহা বলিয়াছেন) এবং হুজুরের সঙ্গে বসবাস করিয়া সমস্ত অশান্তি দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি পাইয়া ধন্য হইব।

এই কবিতা বার বার পড়ার পর আবার কোন জায়গায় বসিলে বসিয়া বসিয়া পাক কালাম শরীফ তেলাওত করিতেন। স্থায়ী-ভাবে কোন জায়গায় বেশীক্ষণ থাকিতেন না। আমি সাতকানিয়ায় জুমা মসজিদের সামনে এমন কথাও অনেকের মুখে বলিতে শুনিয়াছি যে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকে (রোঃ) এখন চট্টগ্রাম শহরে দেখিয়া আসিয়াছি চন্দনপুরায়, আবার আমরা আগেই তাহাকে সাতকানিয়ায় (চট্টগ্রাম) বসা দেখিতেছি। হতবাক ও আশ্চর্য বোধ করিতে হইত। প্রকাশ থাকে যে তখন চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজার মোটর বাস (সার্ভিস) চলাচল ছিলনা। শুধু দোহাজারী পর্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল ছিল। আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন والله اعلم بالصوا ب তাঁহার সারা জীবন রহস্যময় ছিল। এই জন্যই তাঁহার নাম মোবারক শুনে নাই এই রকম লোক চট্টগ্রাম জিলায় খুবই বিরল। তাঁহার কষ্ট, সাধনা, রেয়াজত

দেখিয়া জনসাধারণ আহ্‌মক (বোকা) হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে খুবই ভয় করিত। কোন কবি খুবই ভাল কথা বলিয়াছেন—

رنج کا عادی ہوتا ہے انسان تو جاتا ہے رنج
مشکلیں اتنی پڑی مجھپر کہ آسان ہو گئیں

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট যখন মানুষের অভ্যাসগত হইয়া পড়ে, তখন উহা সহজ হইয়া যায়, অতএব আমার দুঃখ কষ্ট এত অধিক নিঃপতিত হইয়াছে উহা এখন আমার উপর সহজতর হইয়া গিয়াছে।

আহা! খোদাতালার কি মহিমা এই মজ্‌জুবী হালতে তাঁহাকে কতজনে কষ্ট দিয়াছেন, কত রকম ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াছেন তার কোন ইয়ত্তা নাই। অনেকেই নাজায়েজ বেআদবী ও আক্রমণ করিয়াছেন তাহার কোন সীমা নাই। হঠাৎ আমার মনে হযরত উওয়াইছ করণী (রাঃ) এর কথা মনে পড়িল। তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে তাঁহাকেও লোকেরা পাগল মনে করিয়া হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। ছোট ছেলেরা তাঁহার শরীর মোবারকে ঢিল ছুটিয়া মারিত। তখন তিনি তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্য করিতেন এবং বলিতেন যে বাবারা তোমরা যদি আমার গায়ে ঢিল মারিয়া আনন্দ পাও, তাহা হইলে ঢিল মার, কিন্তু ছোট ছোট মার, বড় ঢিল মারিওনা তাতে আমি কষ্ট পাই। ছোবহানল্লাহ! আল্লাহ্‌তালার আওলীয়াদের ছবর ধৈর্য্য, তাহা সাধারণ লোকের

জন্য অসম্ভব। আম্বীয়া, আওলীয়াদের জীবন চরিত পড়িলে তাহা হাজারে হাজারে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে—

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ الْحَدِيث

অর্থাৎ বলা মছিবত, কষ্ট-দুঃখ নানা রকম পরীক্ষা সমূহ হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) উপরই বেশী (যেমন বলা হয় পয়গাম্বরী আহ্‌ওয়াল হইয়াছে) যার যতদূর সহ্যগুণ আছে এবং দরজা মরতবা বড় হয় তাহার উপর সেই রকমই বলা-মছিবত এবং পরীক্ষা হয়। যেমন আঁ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এবং তাহার ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) উপর ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে কাফেরদের নির্যাতনের করুন কাহিনী ও তাহাদের অসীম ধৈর্য্যের বর্ণনা আছে। বিখ্যাত কবি হযরত হালী (রাঃ) বলেন—

صدمے در دندان کو تیرے جن سے کہ پہونچا
کی ان کیلئے تونے بھلائی کی دعا ہے

جن قوم نے گھر اور وطن تجھسے چھوڑ ایا
جب تونے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے

ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সঃ) যাহাদের পাথরের আঘাতে আপনার সুন্দর মুতির মত দাঁত আঘাত পাইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে,

আপনি তাহাদের ভালাইয়ের জন্য দোয়া করিয়াছেন, বদ দোয়া করেন নাই এবং যাহারা আপনাকে নিজ বাড়ী ও প্রিয়তম জন্মভূমি হইতে তশরীফ লইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন, আপনি তাহাদের সহিত খুবই ভাল ব্যবহার ও ভাল আচরণ করিয়াছেন।

ঠিক সেই রকম হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকেও (কোঃ) আল্লাহতালা পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। আল্লাহতালার রাহমতে তিনি প্রত্যেকটিতে জয়লাভ করিয়া জয়ী হইয়াছেন এবং দুনিয়াও আখেরাতে মাশা আল্লাহতালা যথেষ্ট কামিয়াবী হাসিল করিয়াছেন। তখন এই কবিতার মজ্‌মুন বা মূল অর্থ শোভা পাইত—

نہ تورو ہمیں تم کھلونا سمجھکر
کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں
(تفسیر حقانی)

অর্থাৎ তোমরা আমাকে ছোট ছেলে মেয়েদের খেলনার বস্তু বুঝিয়া ভাঙ্গিওনা, কেননা আমার ও সৃষ্টিকর্ত্তা আছে; মালিক; প্রভূ আছে, যিনি আমাকে বৃথা বানায় নি।

—o—

হযরত আরকানী সাহেবের ভবিষ্যতবাণী

(কোঃ)

কবি আকবর এলাহবাদী (রাঃ) খুব ভালই বলিয়াছেন।

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

অর্থাৎ শুধু কিতাব পড়িলে এবং ওয়াজ নসীহাত শুনিলে কিংবা

টাকা পয়সা, সোনা রূপা ঢের থাকিলে, দ্বীন ধর্ম পায়না বরং দ্বীন পয়দা হয় বুজর্গানে দ্বীনের সুনজরেই এবং তাঁহাদের দোয়ার বরকতে। বুজর্গানে দ্বীনের দোয়া ও খাছ নজরে ছহীহ রাস্তা এবং খাঁটি মানুষ হওয়ার উছিলা হইয়া যায়। আর কেহ কেহ বলেন —(দৃষ্টান্ত স্বরূপ)—

تعلق مع اللہ بغیر شیخ کے پیدا نہیں ہوتا -

خوب کہا کسی نے —

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے

অর্থাৎ আল্লাহতালার সঙ্গে সম্বন্ধ এবং লাগিয়া থাকার সৌভাগ্য শেখ (বুজর্গ বা পীর মুরশীদ বা মুরব্বী) ছাড়া কখনও হইতে পারেনা, যেমন এশ্‌ক মোহাব্বতের খাছিয়াত হইল আগুনের মতই প্রায়, আগুন যেমন প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকে এবং একজনের আগুনের দরকার হইলে আর একজন থেকে লইয়া কাজ সমাধা করে, তদ্রূপ এশ্‌কে এলাহী ও মোহাব্বত বুজর্গানে দ্বীনের ছিনায় ছিনায় থাকে, তাঁহাদের ঐ ছিনা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়, অন্য কোথাও তাহার খনি নাই।

অতএব হযরত সুলতানুল আরেফীন, তাজুল ওলামা মওলানা আবদুচ্ছালাম আরকানী (রাহঃ) খলিফায়ে আজম হযরত পীরে কামেল মোকাম্মেল হযরত আজমগড়ী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে "হাফেজ আমার চেয়ে বড় বুজর্গ হইবেন এবং

মজ্জুবী হাল্‌ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, ঘোরা ফেরা করিবেনা, একই জায়গায় বসিয়া আল্লাহতালার বন্দাদের খেদমত এবং হেদায়ত করিবেন, বড় বড় কাজ সমাধা করিবেন।"

সত্যই তিনি বড় বড় কাজ সমাধা করিয়াছেন। তিনি হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকে (কোঃ) বেশী পেয়ার মোহাব্বত করিতেন এবং হাফেজ, হাফেজ বলিয়া ডাকিতেন। বিখ্যাত সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) খানকায়ে আলবিয়া হামেদিয়ার মধ্যে হযরত আরকানী (রাহঃ) সাহেবের হাতে এক সময় সেই জমানায় নৌকা মার্কা পাকিস্তানী নং ৫ পাঁচ টাকার নোট দিলেন। হযরত আরকানী (রাঃ) অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতে রাখিয়া বলিলেন "হাফেজ" তুমি আমাকে কেন টাকা দিতেছ। তার উত্তরে তিনি বলেন—হুজুর নেন, আমার থেকে ঐ পাঁচ টাকা নেন। অতঃপর হযরত আরকানী (রাঃ) ঐ টাকা সাদরে গ্রহন করিলেন এবং আন্তরিক দোয়া করিলেন। প্রকাশ থাকে যে ঐ সময়ে পাঁচ টাকার অনেক মূল্য ছিল। এক আড়ি ধান পাওয়া যাইত। তাঁহার সামনে আসিলে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) মজ্জুবী হালতেও শোর শব্দ করিতেন না। বরং অত্যন্ত আদব কায়দার সহিত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রকাশ থাকে যে বুজর্গানে দ্বীনের হাতে কিছু দেওয়া সুন্নত অর্থাৎ হাদিয়া তোহফা দেওয়া খুবই দরকারী। তাতে নিজের ফায়দা বেশী। এই কথা একবার আমাকে বলিয়াছেন। একবার তাঁহার বাড়ীতে

এক মজ্‌জুব ফকীর তাঁহার হাতে শুধু ২টী মাত্র কলা দিয়াছিল, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন সাদরে এবং একটু হাসিলেন এবং বলিলেন হাঁ কিছু দিতে হয়। এই কথার অনেক রহস্য আছে।

স্মরণ শক্তি

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) স্মরণ শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের আগের আরবী, ফার্সি, উরদু এবং বাংলা ভাষার কবিতা সমূহ শের-আশআর, শ্লোক অনায়াসে বলিতে পারিতেন। পাঠ্যাবস্থায় তফসীর, হাদীস শরীফ, ফেকাহ ও উসূলে ফেকাহ, মস্তেক হেকমত কিতাবের মূল এবারত এবং কঠিন মতন সমূহ মুখস্থ বলিতে পারিতেন, এমন কি এক সময় তিনি আমার বাড়ীতে মরহুম কবি নজরুল ইসলামের বাংলায় লিখিত কঠিন পদ্যগুলি অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন। লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেন এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি কবি নজরুলকে আন্তরিক মোহাব্বত করিতেন, যেহেতু তিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মোহাব্বতে যে কবিতা সমূহ লিখিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ মকামের না'তের কবিতা ছিল। তিনি কবিতার মাধ্যমে আশেকে রসূল করীম (সাঃ) হিসাবে পরিচয় দিয়াছেন। তাহা অবশ্য কম নয়। সৈয়দুল কওনাইন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নবীয়ে আখেরুজ্জামান এর শানে যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক কবিতা-

গুলি কবি লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া তিনি শান্তি ও লজ্জত পাইতেন। কোন এক সময় কবি নজরুলের ইন্তেকালের খবর পাইয়া হজ্জে যাইবার সময় মরহুম কবি নজরুলের মাগফেরৎ উদ্দেশ্যে তাঁহার মাজার জেয়ারত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার নিজ বাড়ীতে বসিয়া ঢাকায় গেলে মরহুম কবির জেয়ারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে খাদেমগণকে বলিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে কবি মরহুম নজরুলের উপর যাঁহাদের সামান্য কিছু খারাপ ধারনা ছিল, তাহা চিরতরে দূরিভূত হইয়া গেল এবং মরহুম কবির উপর শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিল। যাঁহার অন্তরে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মোহাব্বত আছে তাঁহার খাতমা (শেষফল) ভালই হইবে এবং জন-সাধারণের দিলে প্রাণে তাঁর প্রতি ভক্তি আদর থাকিবেই। পরবর্তী আওলীয়াগণ তাঁহাকে টানিয়া লইবেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি ঈমান মোহাব্বত নেজাতের প্রথম অছিলা।

খোশ কালাম

হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লা (কোঃ) প্রায় সময় খোশ কালাম খোশ মেজাজ থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার খোশকালামিতে লোকেরা বেশী খুশী হইতেন। ইহাও হযরত রসূলে করীম (সঃ)এর সুন্নত। হযরত রসূলে করীম (সঃ) মধ্যে মধ্যে খোশ কালামী করিতেন। শমায়েলে তিরমিজি শরীফ বাবুল মেজাহ্ (باب المزاح)

কৌতুক প্রসঙ্গ অধ্যায়ে তাহা বর্নিত আছে। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) যাঁহার আসল নাম আবদুররহমান ছিল; তাঁহাকে আদর করিয়া আবু হোরাইরা (অর্থাৎ বিড়ালের বাপ) বলিতেন। যেহেতু প্রায় সময় তিনি একটি বিড়াল কে কোলে লইয়া আদর বাসনা করিতেন। হযরত আলী (রা.) প্রায় সময় মাটিতে শুইতেন, তাই তাঁহাকে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু তোরাব অর্থাৎ মাটির বাপ বলিতেন। আর একজন ছাহাবীকে আবু ছফিনা বলিতেন অর্থাৎ নৌকার বাপ।

হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্নিত তিনি বলেন—হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে উৎফুল্ল মেজাজ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। এমন কি আমার ছোট ভাইকেও জিজ্ঞাসা করিতেন "হে উমাইর তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হইল?" উমাইরের একটি ছোট্ট বুলবুল পাখী ছিল সে উহা নিয়া খেলা করিত, পাখীটি মরিয়া গিয়াছিল।

উক্ত হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্নিত, তিনি বলেন একদা নবী করীম (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন "হে দুই কর্ণধারী" (يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ)।

সেই হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্নিত; তিনি বলেন হযরত নবী করীম (সাঃ) এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলিলেন: বৃদ্ধা বেহেশতে যাইবেনা। বৃদ্ধা আরজ করিল কি কারণে বৃদ্ধারা বেহেশতে যাইবেনা? এই বুড়ী তো কোরাণ পাঠ করিয়াছিল। হুজুর (সঃ)

বলিলেন তুমি কি কোরানের এই আয়াত পাঠ কর নাই। "ইন্না আন্‌শা'না হুন্না ইন্‌শাআন ফজাআল্‌না হুন্না আবকারান" অর্থাৎ আমি মহিলা দিগকে বেহেশ্‌তে দ্বিতীয়বার পয়দা করিব আর তাহাদিগকে কুমারী বানাইব।

অতএব হযরত শাহ্‌ সাহেব কেবলা ও আশেকে রসুল বলিয়া কৌতুক এবং খোশ কালাম করিতেন। আমার মনে আছে—একদিন তাঁহার মজ্‌জুবী হালতে আমার আব্বাজান মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আবদুচ্ছালাম ছিদ্দিকী (রাঃ) থেকে হযরত শাহ্‌ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে (কৌতুক খোশ-কালাম করিয়া) আচ্ছা ওরা যাঁহাদের কবর পাকা করিয়া দিয়াছে; হাশরের দিন তাঁরা কবর হইতে উঠিবে কিরূপে? বোধ হয় কবর হইতে উঠিতে পারিবেনা, বাহির হওয়া সম্ভব হইবেনা। আব্বাজান বলিলেন ওবা কেন বাহির হইতে পারিবেনা আল্লাহ্‌তালা সব কিছু করিতে পারেন।

(ان الله على كل شئى قدير)

তারপর প্রশ্ন করিলেন আচ্ছা ওবা কবরে যখন কোন ব্যক্তি জেয়ারত করিতে আসে তখন মোর্দা (মৃত ব্যক্তি) কোথায় থাকে? মাটির ভিতর থাকে নাকি উপর হইতে জেয়ারতকারীর উদ্দেশ্যে চলিয়া আসে। আব্বাজান বলিলেন না মৃত ব্যক্তির ঐ সব কিছু করিতে হয় না। তাঁহারা সব কিছু খোদাতালার দেওয়া শক্তিদ্বারা অনুভব এবং জানিতে পারে। তখন হযরত

শাহ্ সাহেব (কোঃ) বলিলেন না ওবা আমি বলিতেছি যে যদি জেয়ারত কারীর জন্য সব সময় উপর হইতে আসিতে হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির বেশী কষ্ট হইবে, কারণ একের পর এক বার বার লোক জেয়ারত করিতে আসিলে মৃত ব্যক্তির বার বার আসা যাওয়ায় সারা দিন আর যাইতেও পারিবেনা। এই ভাবে হাস্য কৌতুক করিতেন।

তিনি যেখানে বসিতেন চার পাশে লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার নূরানী চেহারার দিকে চাহিয়া থাকিত। একবার তিনি আরকান রোড সংলগ্ন আমাদের ডিপুটি বাজারে বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন "বগ্ দাদ, বগদাদ আসিতেছে, সকলেই অবাক, আশ্চর্য্য বোধ করিতেছে। এক ব্যক্তি বলিল হুজুর কোথায় বগ্দাদ আসিতেছে এবং কি করিয়া বগদাদ এখানে আসিবে। তিনি বলিলেন ঐ যে বগদাদ আসিয়াছে, আমি কি মিথ্যা বলিতেছি।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করিয়া আরকান রোডের বগদাদ এক্সপ্রেস নামে পরিবহন বাস আসিয়া হাজির হইল, তাঁহারাও শাহ্ সাহেব কেবলাকে দেখিতে ওখানে যোগ দিল।

আদ'ত্ শরীফ

হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) আ'দত অভ্যাস সমূহের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ সুন্নত পালন করার অভ্যাস ছিল বেশী। নীচের দিকে নজর রাখিয়া ঝুকিয়া ঝুকিয়া চিন্তা করিয়া

চলিতেন। সব সময় মুখে-দিলে জিকির জারী থাকিত এবং গুণ গুণ শব্দ প্রকাশ পাইত, তাহা বুঝা মুশ্‌কিল হইত।

দোহাজারী কাট্‌গরের এক বৃদ্ধ লোক আমাকে দেখিতে আসিল একদিন, তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে বহু বৎসর আগে হইতে তিনি। একদিন তিনি আমাদের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আমরা দেখিলাম তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া নজর দিয়া বলিতেছেন ইয়া আল্লাহ্‌তালা তোমার নাম রহীম, রহমান না? ইহা বার বার বলিতেছেন এবং পদব্রজে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

তিনি ঘোরতর মজ্‌জুবী হালতেও লম্বা সাদা কোরতা, ভাল দামী লুঙ্গী, ফুলওয়ালা সাদা টুপী এবং ভাল চামড়ার দামী জুতা মৌজা ব্যবহার করিতেন। খুবই পরিস্কার কে যেন ধোপা বাড়ী হইতে ধোলাই করিয়া আনিয়াছে। ছোব্‌হানল্লাহ কোন দিন আলে-মানা লেবাছ ছাড়া দেখা যাইতনা। নামাজ পড়িতেন মজ্‌জুবী হালতে ও কিন্তু মধ্যে মধ্যে কথাও বলিতেন। অজু গোসল ঠিক মতে করিতেন। আবার ইস্তেকালের ২০/২৫ বৎসর আগে হইতে পাক্কা পোখত শরীয়ত মতে নমাজ দোয়া পড়িতেন এবং নেক আমল করিতেন। তিনি খুবই ভাল আতর, সুগন্ধি এবং মাথায় দামী খোশবো তৈল ব্যবহার করিতেন। তাঁহার টুপী, কোরতা সব সময় খোশবোদার থাকিত।

তিনি যে সমস্ত পুকুরে গোসল করিতেন বেশী তাহা হইল

১। নিজ বাড়ীর পুরাতন পুকুর (পুরাতন বাড়ী) ২। নিজ নূতন বাড়ীর পুকুর ৩। আমাদের বাড়ীর বড় পুকুর ৪। চুনতী বড় জামে মসজিদের পুকুর ৫। চুনতী বড় মিয়াজী পাড়া জামে মসজিদের পুকুর ৬। হযরত মওলানা মরহুম নজির আহমদ সাহেবের মসজিদ সংলগ্ন পুকুর ৭। খাঁ দিঘীর জামে মসজিদের বড় পুকুর। তাঁহার মোহাব্বতে এই সমস্ত পুকুরে গোসল করিলে নানা রকম রোগ ব্যাধি হইতে শেফা ও আরোগ্য লাভ হয়। কারণ এই সমস্ত পুকুরে তাঁহার শরীর মোবারক ডুবাইয়া দিয়া গোসল করিয়াছেন।

তিনি রিক্সা যোগে বেড়াইতেন এবং নিজ বেলায়তের দায়িত্ব পূরণ করিতেন। রিকসায় সারাদিন এদিক ওদিক চলিয়া যাইতেন। রিজার্ভ করিয়া সারা দিনের ভাড়া দিতেন। আরকান রোডে বাস থামাইয়া, কার, ট্রাক ইত্যাদি থামাইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতেন। আবার কেহ কেহ নিজস্ব গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইতেন। যে কোন ড্রাইভাররা তাঁহাকে গাড়ীতে লইবার জন্য কাড়া কাড়ি দিতেন এবং যথেষ্ট সম্মান ভক্তি করিতেন। বড় বড় লোকেরা তাঁহার জন্য নিজ প্রাইভেট কার পাঠাইয়া দিতেন। সকলেই তাহা নিজ সৌভাগ্য এবং খোশ কিসমত বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন অনেক সময় দোয়া পানি পড়া দিলেও তিনি অনেক হাজতীকে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিতেন। অনেক সময় ডাক্তার, কবিরাজ নাম

ধরিয়া দেখাইয়া দিতেন আবার কখনও নিজ ইচ্ছামত ঔষধ বাতাইয়া দিতেন; লোকের ভীড় হুজুগ দেখিলে আমিত ডাক্তার নই, কবিরাজ নই-বলিয়া একটু না-রাজী দেখাইতেন। আবার লোকেরা আব্দার করিয়া জোর করিলে হাত বুলাইয়া দিতেন ও দোয়া করিতেন বা পানি পড়িয়া ফুঁক দিতেন। লোকের অসুখ বিসুখ রোগাদি আল্লাহতালার রাহমতে ভাল হইয়া যাইত। আবার অনেক লোককে শোরশার করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার দরবারে মোসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মগ, চাকমা এবং খৃষ্টান সব জাতীর লোক আসিত। বিজাতীকে ও তিনি দোয়া করিতেন। অনেক বিজাতি তাঁহার ভক্তিতে মোসলমান হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে কলমা শরীফ এবং হযরত রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান বিশ্বাসের আদেশ দিতেন। তাঁহার দরবার সব সময় বহু লোকের যাতায়তে ভীড় ও ভরপুর হইয়া থাকিত। তিনি দূর দেশে গেলে লোকের এত ভীড় হইত যে হাজার হাজার লোকেরা লাইন ধরিয়া দেখা সাক্ষাত করিত এবং আইন শৃঙ্খলা মানিয়া চলিত।

গরীব নওয়াজী, হামদরদী, মেহমানদারী, দান খয়রাত সাহায্য করা তাঁহার মূল অভ্যাস ছিল। মৃত ব্যক্তির জন্য কফন্-দাফন, বিবাহ শাদীতে যোগদান, সাহায্য করা, ছাত্রদেরকে সাহায্য করা, মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে এককালীন সাহায্য করা, মক্তব, মাদ্রাসার বা মসজিদের বার্ষিক সভায় যোগদান করা

বেশী করিয়া দান করা তাঁহার অমূল্য লাছানী আ'দত শরীফ ছিল। দাওত দিলে তিনি তাহা প্রায় সময় কবুল করিতেন। দাওত গ্রহণ করিয়া যাইতে না পারিলে কিছু টাকা পয়সা পাঠাইয়া দিতেন। কেহ ভক্তি করিয়া বিদেশ হইতে বা দেশে তাঁহার নামে চিঠি-পত্র দিলে তাহা নিজে পড়িতেন বা পড়াইয়া শুনিতেন। অনেক ভক্তগণের চিঠি-পত্র পকেটে রাখিয়া দিতেন এবং বার বার পড়িতেন ও দোয়া করিতেন। তাঁহার নিজ দওলত খানায় উচ্চ মানের গাড়ী, কার থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে সুন্নত মোতাবেক পদব্রজে হাঁটিয়া চলিতেন। তাঁহার জন্য আমীর গরীব কোন পার্থক্য ছিলনা। সকলের দাওত গ্রহণ করিতেন। অনেক সময় অপারগে পছন্দ মতে লোক পাঠাইয়া দিতেন। কাহাকেও গরীব বলিয়া হিংসা করিতেননা বরং ভক্তি বিশ্বাসের বেশী দাম দিতেন।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ বেশী পছন্দ করিতেন এবং সব সময় মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করিতেন। আরবী ভাষায় হাম্‌দ-না'তে রসুল (সাঃ) শের আশআ'র খুব বেশী ভাল বাসিতেন। প্রায় সময় গরু, ছাগল জবেহ করিয়া খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেন। তিনি প্রায় আরবী লোকের মত বড় জেয়াফত দেওয়া, খানা বিতরণ করা অত্যন্ত বেশী পছন্দ করিতেন। তাহা এখনও তাঁহার ভক্তগণ জারী রাখিয়াছেন। তিনি সব সময় আত্মীয় স্বজনের

বেশী খবরগীরী, ছেলাহ্‌রাহমী এবং সাহায্য করিতেন।

যে কোন বিবাহের মজলিশে দাওত দিলে যতদুর সম্ভব তশরিফ নিয়া আনন্দিত হইতেন এবং বিবাহ মজলিস খুবই পছন্দ করিতেন, দুলহা দুলহাইনকে টাকা পয়সা বা সুন্দর কাপড় চোপড় উপহার দিতেন। মধ্যে মধ্যে বড় বড় তহবীহ নিজ হাত মোবারকে ধরিয়া পড়িতেন। জুমার খোৎবা ওয়াজে আজম (ابن نباته) বেশী পড়িতেন। তঁাহার নিজস্ব একটি খোৎবা ছিল, তাহা তিনি নিজ আলমারিতে হেফাজতে রাখিতেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে খুব ভাল বাসিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে খোশ আলাপ করিতেন। আলেম ওলামাকে বেশী তাজিম-তকরীম করিয়া কথাবার্তা বলিতেন। দোষ দেখিলে তাহা বলিয়া দিতেন। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। মানুষকে ভয় করা তঁাহার নিকট বড় দোষনীয় ছিল। প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি, বড় বড় মন্ত্রিগণ আসিলে ছোট ভাইয়ের মত জানিতেন। এমন কি রাষ্ট্রপতি বা কোন বড় মেহমান আসিলেও বেশী ধুম ধাম বা ইন্তেজাম করিতে নিষেধ করিতেন বরং বলিতেন যে একজন মেহমানের চেয়ে বেশী কিছু নয়।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) হরিণকে বেশী ভাল বাসিতেন। তাহার দরবারে ছোট হরিণ বড় বড় হরিণ ৩/৪টি থাকিত। তিনি গরু, বৃষগরু যত্ন করিয়া লালন-পালন করিতেন। এর জন্য বিশেষ করিয়া ইন্তেজামের মানুষ নিযুক্ত করিয়া

রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে নিজেই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কাজ-কর্ম তদারক করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে মানুষের ন্যায় মনে করিয়া কথা বার্তা বলিতেন। ছোব্‌হানল্লাহ। আল্লাহতালার আওলিয়া দরবেশ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মত পশু পক্ষীকেও ভাল বাসিয়া তাহাদের হাল-পুরুসী করেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) উট ও হরিনের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাহাদের দুঃখ কষ্ট এবং অভিযোগ মনযোগ দিয়া শুনিয়াছেন এবং ন্যায় বিচার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—যে তিনি রাহমতুল্লিল আলমীন্। যেমন এই আরবী কবিতায় তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ما رأينا العيس حنت - بالسرى الا اليك

و استجارت ياحبيبي - بك الظبي النفور

এই সমস্ত ঘটনা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ছহীহ্ মোজেজায় লিপিবদ্ধ আছে।

তাঁহার বাড়ীতে কয়েকটি বড় বড় খুবই সুন্দর বিড়াল ছিল। তাহারা হযরত শাহ্ সাহেবের (কোঃ) শরীর মোবারকে ঘেসাইয়া খানা দেওয়ার জন্য আওয়াজ দিত, তখন তিনি হাসিতেন। ইহা ছাড়া তাহার বাড়ীতে হাঁস, মোরগ, ছাগল, তিতর, কবুতর এবং বহু কুকুর আরামছে বাস করিত। সকলকে আদর এবং খবরগীরি করিতেন। ছোব্‌হানল্লাহ। সব দিকে জামে-মানে-আশেকে রসূল (সাঃ) আল্লাহতালার প্রকৃত খাটী কুতুব আমি আর কোথাও দেখিতে পাই নাই।

কাশ্‌ফ কেরামাত

হযরত শাহ্ সাহেবের (কোঃ) অসাধারণ কাশফ-কেরামাত আমার বয়সে কোথাও কাহারও নিকট দেখি নাই। এত অধিক কেরামাত সহ আওলিয়া এই পৃথিবীতে খুবই বিরল। ইহা বহু বুজর্গানে দীন স্বীকার করিয়াছেন। পাক-ভারতে কলিকাতা হইয়া ইউ-পি, সি-পি, বহু দেশে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু হায় হযরত শাহ্ সাহের কেবলার মত (কোঃ) শখ্‌ছিয়ত ব্যক্তিত্ব রাখেন এমন কাহাকেও দেখি নাই। এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ২য় খণ্ডে ইনশাআল্লাহ তালা "কেরামাত বিভাগে" আলোচনা ও বর্ণনা করিব।

(হুলিয়া শরীফ)

দৈহিক আকৃতির বর্ণনা

হযরত শাহ্ সাহের কেবলার (কোঃ) গায়ের রং খুবই ফরসা ছিল। শরীরের উচ্চতা স্বাভাবিক লম্বা ও মোটা ছিল। দেখিতে আরবী লোকের মত খুবই মায়া-মোহাব্বত লাগিত। তাঁহার খুবই সাদা ঘন লম্বা সুন্দর দাড়ি মোবারক ছিল। কোঁকড়ানো চুল মোবারক জুলফিদার এবং তাহার চোখ ছিল একটু কালো নীলাব। তাঁহার বাহু ছিল দীর্ঘ শক্ত মজবুত। হাতের তালু একটু দীর্ঘ ও নরম ছিল। হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর লম্বা লম্বা সাদা, নখগুলি কলমী ছবির মত। বাম পায়ের তালুতে একটি জখমের দাগ ছিল। তাহা নাকি মজ্‌জুরী

হাল্‌তে পাহাড়ের মধ্যে কষ্ট পাইয়াছিলেন। কপাল প্রশস্ত, প্রায় সময় লতিছাড়া (লিম্বা) সুন্নত মোতাবেক চুল রাখিতেন।

তিনি বিশেষ ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় করিত। আবার মিষ্টভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ছোট বড় আমীর গরীব সকলের সহিত কথা বার্তা বলিতেন, আলাপ আলোচনা করিতেন। তাহার সুন্দর নুরানী চেহারা মোবারক সারাদিন চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত।

আল্লাহ্‌তা'লার উপর একান্ত বিশ্বাস ও ভরসা

হযরত শাহ্‌ সাহেব কেবলার (কোঃ) আল্লাহ্‌তালার উপর অপরিসীম বিশ্বাস এবং ভরসাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান এবং একমাত্র পাথেয়। আল্লাহতালার নির্দেশিত সত্য সনাতন ধর্ম প্রচারার্থে কতইনা ঝড় ঝঞ্জা তাঁহার জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহতালার উপর তাঁহার বিশ্বাস এবং ভরসা এতই প্রগাঢ় ছিল যে তিনি মুহূর্তের জন্যও তাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবনের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি অবিচলিত চিত্তে বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট হাত উঠাইয়া প্রার্থনা করে তাঁর প্রত্যক্ষ মদদ কামনা করিয়াছেন। তাঁহার মাজার শরীফের সামান্য দক্ষিণে বহু বৎসর হইতে হিন্দুদের ভয়ানক শিরক, পাথর পূজা নানা রকম ইসলাম বিরোধী কাজ হইত। তাহা কেহই বন্ধ করিতে পারে নাই এবং চেষ্টাও করে নাই। তাহা দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছিল। আল্লাহতালার নামে আরম্ভ করিয়া তাহা তিনি চির তরে পরিস্কার করিয়া দূর করিয়া দিলেন। এই রকম মারাত্মক শিরক দূর করা হযরাত আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রধান কাজ। আল্লাহতালার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভরসা আছে বলিয়া মাহফিলে সীরতুন্নবীর যাবতীয় খরচাদি সমাধা করিতে ১৫/১৬লক্ষ টাকার মত এত বড় মোটা অংকের টাকা সংগ্রহ হইয়া যাইত। হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার বিরাট বিরাট কাজ সমাধা করিতে এবং দ্বীনের জন্য জনসাধারনের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে তাঁহার কোন রকম বেগ বা কষ্ট পাইতে হইত না। ইহা সব আল্লাহতালার উপর তওয়াক্কুল বা ভরসার ফল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ যে আল্লাহতালার উপর ভরসা করে আল্লাহতালা তাহার জন্য যথেষ্ট এবং কাফী হইবে।

মজ্‌জুবী হালতে চিকিৎসা

হযরত শাহ্ সাহেবের (কোঃ) মজ্‌জুবীহালতের দুঃখ কষ্ট নানা রকম অশান্তি দেখিয়া তাঁহার মাননীয় আব্বাজান (রাঃ) বেশী পেরেশান হইলেন। তাঁহার রোগ মুক্তির চেষ্টায় তিনি দিশেহারা হইলেন। তদ্রুপ তাঁহার ভ্রাতাগণ ও আত্মে প্রাণে লাগিয়া তাঁহার রোগমুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দিন দিন রোগ আরও বাড়ীয়া যাইতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজি, হেকিমি, দোয়া-দরূদ এবং নানা রকমের চিকিৎসা সব কিছু করিয়া দেখিলেন, কোন রকম আরোগ্য দেখা যায় না। প্রায় সময় তাঁহার নানা রকম কাজে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শিকল দিয়া তালা মারিয়া বিশেষ কামরায় রাখা হইত। প্রায় বহু সময় তিনি খোদাদাদী শক্তি দ্বারা মোটা শক্ত শিকল ও ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেন। অনেক সময় কে বা কাহারা শিকল খুলিয়া দিত, তাহা কেহ টেরও পাইতনা। অবশেষে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তিনি কখন ও অন্ধকারে হারিকেন বা টর্চলাইট হাতে লইতেন না বরং অন্ধকারেই ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেন। কেহ পেছনে পেছনে লাইট বা হারিকেন লইলে নারাজী দেখাইতেন। তিনি নীরব নিস্তব্ধ ঘোর জঙ্গলে বাঘ, ভল্লুকের এবং হাতীর জায়গায় নির্ভয়ে ঘোরা ফেরা করিতেন। অনেক সময় পশু, পক্ষী, বাঘ, ভল্লুক এবং হাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মোকাবেল কথা বার্তা বলিতেন। তাহা ছনদ সহ কেরামাত বিভাগে ইনশা আল্লাহ লেখা হইবে।

বহু মজজুব, ফকির, দরবেশ দল তাঁহাকে ছরদার মানিয়া চলিতেন। কোন কোন সময় পাগল বা অন্যান্য মজজুব তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলে, তাঁহাকে সকলেই অত্যন্ত ভয় করিতেন এবং যাহা নির্দেশ দেন, তাহা তখনই ফৌজী আদেশের মত পালন করিয়া মানিয়া চলিতেন। মজজুবী হালতের কথা কেহ

বুঝিতে পারিতনা। তাই অনেকেই তাঁহার উপর নারাজী প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তিনি তাহার আদৌ পরওয়া করিতেননা। আবার কখনও জ্ঞানী লোকেরা তাঁহার কথার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে তিনি ঠিকই বলিতেছেন, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না।

আসলে তিনি খাঁটি আশেকে রসূল (সাঃ) ছিলেন। তাঁহারই মোহাব্বতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্যই মজ্‌জুবী হালতে বার বার হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র নাম বেশী জিকির করিতেন। কোন আরবী কবি ঠিকই বলিয়াছেন।

حَيَاتِى بِدُونِ لِقَائِكَ ضَائِعٌ – وَعَيْشِى بِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ

অর্থাৎ আমার হায়াত আপনার মোলাকাত ছাড়া বৃথা এবং আমার জীন্দেগী আপনার পবিত্র চেহারা শরীফ ছাড়া বেকার ও বৃথা। এই রকম দাবী যে কেহ সাধারণ মানুষ করিতে পারিবেনা। অন্য একজন কবি বলিতেছেন—

سورج میں لگے دھبے فطرت کے کرشمے ہیں
بت ہمکو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے

অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও দাগ বিহীন নয়, তাদের মধ্যে দাগ ও আইব দোষ আছে; যাহা কুদ্‌রত ও ফিত্‌রতের কেরেশ্‌মা। মরা প্রাণহীন বুত্ (মনুষ্য চেহারার মত গড়া পুতুল বা বানাওটী

খোদা) আমাকে যে কাফির বলিতেছে, তাহা আল্লাহতালার মর্জি। তিনিই জানেন বেশী, তাঁহারই নিকট বিচার চাই। লোকেরা কত রকম কথা বলিবে, সমালোচনা করিবে, কেহইত সমালোচনার বাহিরে নয়। ঠিক সেই প্রকার হযরত শাহ সাহেব কেবলাকেও (কোঃ) কত কথা বলিয়াছেন। তবে আমরা সব সময় আল্লাহ্ তালার শোকরিয়া আদায় করিতেছি এবং ছবর করিয়াছি, ও ধর্য্য ধরিয়াছি এমন কি নিজের বেলায় ও ছবর করিয়াছি। আর একজন কবি বলিতেছেন—

آدمیت دادئی بازم مسلمان کردئی
اے خدا قربان شوم احسان بر احسان کردئی

অর্থাৎ হে খোদাওন্দতালা! তোমার শোকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করিতে পারিবনা, তুমি আমাকে কত জিনিষ বানাইতে পারিতে, গরু-ছাগল না বানাইয়া, আমাকে তোমার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব আদম সন্তান হিসাবে পয়দা করিয়াছ এবং আমাকে তার উপরে আরও সর্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত মোসলমান বানাইয়াছ। তোমার নামের উপর আমি কোরবান হইতেছি। হাজার হাজার শোকরিয়া আদায় করিতেছি। কেননা তুমি লা শরীক এহ সানের উপর এহসান আমাকে করিয়াছ।

এই কবিতার সারমর্ম, আসল অর্থ খেয়াল করিলে পীর, বুজর্গ, আলেম-ওলামা, আওলিয়া এবং তাহাদের অনুসারীগণও একথা বুঝিতে পারিবেন যে আল্লাহ্ তালা আমাদের কে কত বড়

বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন। পরম করুণাময় এবং তাঁহার রসূলের (সাঃ) তাবেদারী করিতে পারিয়ত আওলিয়াগণের ভক্ত এবং অনুসারী, অনুকরণকারী হইবার তৌফিক দান করিয়াছেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

কাঁঠালের ঘটনা

বাংলাদেশের সুমিষ্ট ফল কাঁঠাল সম্বন্ধে তিনি একদিন মন্তব্য করিতেছিলেন। আওলীয়াদের কথার রহস্য হেকমত সকলেই বুঝিতে পারেনা। তাহার জন্যও ভাল জ্ঞান দরকার হয়। একদিন হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) অন্যান্য সময়ের মত গশ্‌ত করিয়া দক্ষিণ চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত গারাঙ্গিয়া আলীয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় তশরিফ নিলেন। তখন সেখানে অনেক ছাত্র বিদ্যমান। হযরত আরকানী সাহেব (কোঃ) ও তখন মাদ্রাসায় তশরিফ আনিয়াছিলেন। হঠাৎ হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লা (কোঃ) মজজুবী হালতে কাঁঠাল সম্বন্ধে একটি রহস্যময় কথা বলিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা তাঁহার মুখে শুনা মাত্র অনেক ছাত্ররা রাগে গোস্‌সায় তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া গেল। সকলেই বলিলেন শিরিক্ শিরিক্ তিনি এত বড় গুনাহর কথা বলিলেন কেন? ছোবহানল্লাহ, ছোবহানল্লাহ, তওবা তওবা।

পীরে কামেল হযরত শাহ মওলানা আবদুল মজিদ (রাহঃ) [নীয়ে মাদ্রাসা (বিস্তারিত পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে)] বলিলেন যে তোমরা উনার কোন কথার দিকে লক্ষ্য করিওনা ও

শুনিওনা। ছাত্ররা একটু থামিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর হযরত আরকানী (রঃ) বলিলেন দেখ তিনি কাঁঠাল খাইয়াছেন বলিয়াছেন। তাঁহার শব্দগুলি (আলফাজ) এই রকম হইলেও অর্থ (মানি) অন্য রকম।

এখন আমি অধম গুনাগার বলিতেছি যে তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারে নাই। ফেকাহ শাস্ত্রের একটি কায়দা আছে যে—

انما الاعتبار بالمعانى لا بالالفاظ

অর্থাৎ প্রত্যেক কথার অর্থ মাহাত্ম্য শুধু শব্দগুলির দ্বারা হয়না তার মানী বা অর্থের দ্বারাই হুকুম হয় এবং এতেবার করা যায়।

পবিত্র কোরাণ শরীফে এবং হাদীস শরীফে, ফেকা ও ফত্ওয়ার কিতাবে এই রকম বহু শব্দ সমূহ বিদ্যমান আছে। তাতে শুধু জাহেরী শব্দের উপর হুকুম হয় নাই, বরং তার আসল অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হুকুম দেওয়া হইয়াছে। সে যাহা হউক তিনি তখন মজজুর ছিলেন, তাঁর কথার উপর কোন মোয়াখজা বা ধরট হইতে পারেনা। যাহা হযরত মওলানা রূমী (রাঃ) বলিয়া দিয়াছেন।

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر
گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر

অর্থাৎ হক্কানী পাক পবিত্র আল্লাহতালার খাছ্ বন্দাদের কাজ কর্মকে নিজের উপর কেয়াছ বা খেয়াল করিওনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

খেয়াল কর যে ফারসী ভাষায় (ش) শীন (ی ইয়ে (ر) রে এই তিনটি হরফে যেই শব্দ হয়; তাহা হইল শে'র এবং শীর। একই রকম লেখা হইলেও উচ্চারণ বহু বেশ কম আছে। তফাৎ হওয়ার দরুণ অর্থের মধ্যেও আসমান জমীন এর মত তফাৎ রহিয়াছে। শীর অর্থ দুধ এবং শে'র অর্থ হইল বাঘ। অথচ দেখিতে একই রকম দেখায়। আরও একটি মার'ফতী শের বা কবিতা—

درمیان قعر دریا تختهٔ بندم کردهٔ
باز میگوئی که دامن تر مکن هوشیار باش

অর্থাৎ হে খোদাতালা মহা সাগরের মধ্যে আমাকে তখ্‌তা বন্ধন করার নির্দেশ দিয়াছ; আবার বলিতেছ যে খবরদার সাবধান যেন তোমার কাপড়ের দামন ভিজিয়া না যায়।

প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে এক লা শরীকা লহু আল্লাহতালাকে চিনিবার এবং মারফৎ হাসিল করিবার আলামত, নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তাহাই এই কবিতায় শায়ের বলিতেছেন।

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورق دفتر ایست معرفت کردگار

অর্থাৎ সবুজ বৃক্ষ রাশির পাতা সমূহ হুশিয়ার ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক পাতাই আল্লাহতালাকে চিনিবার এবং পাইবার জন্য এক একটি দফতর বিশিষ্ট এবং যথেষ্ট।

আমাদের চট্টগ্রাম জিলার কাঁঠাল ফল কত মিষ্ট, কি সুন্দর ভাবে একটি বোঁটায় ইন্তেজামের সহিত আল্লাহতালায় কুদরতে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা দেখিলেই পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিচি ও কত মজার তরকারী, বাকল গুলিও গরু ছাগলের; কুকুর শৃগালের কত পছন্দনীয় প্রিয় খাদ্য। এতগুলি কাঁঠাল ফল কি করিয়া গাছে ঝুলানো অবস্থায় ধরে; তাহা বাস্তবিকই আল্লাহতালার নিদর্শন স্বরূপ। পবিত্র কোরাণ শরীফে আল্লাহতালা ফরমাইতেছেন। দেখ। আমি তোমাদের জন্য কত রকম ফল-ফুল; গাছ-গাছড়া; লতা-পাতা; আসমান জমীন এর সব কিছু তৈয়ার করিয়াছি। একটু চিন্তা করিয়া দেখ আর কোন সৃষ্টি কর্তা আছে কিনা? সবই আমার পরিচয় দিতেছে এবং তছবীহ পড়িয়া আমার জিকির করিতেছে। আলমোছ তত্বরফ কিতাব প্রণেতা বড় বুজর্গ ওলী নিজ কিতাবে লিখিতেছেন।

وَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ ـ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ الْوَاحِدُ

وَلِلّٰهِ فِىْ كُلِّ تَحْرِيْكَةٍ ـ وَتَسْكِيْنَةٍ فِى الْوَرٰى شَاهِدُ

অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে আল্লাহতালাকে চিনিবার নিদর্শন রহিয়াছে। তাহা এক লা শরীক খোদাতালার অস্তিত্ব বুঝায় এবং প্রত্যেক নড়া-ছড়া, নীরব-নিস্তব্ধতা স্থিতিশীলতা কুল

মখলুকাতের মধ্যে আল্লাহতালার জলন্ত অকাট্য সাক্ষী বহন করে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

শিশুদের প্রতি মমতা

শিশুদের প্রতি তাঁহার প্রাণ খোলা স্নেহ মমতা প্রবাদাকারে সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে তিনি শিশুকে আদর-মমতা করিতেন। তাহাদের খেলা দেখে আনন্দ পাইতেন। তাঁর আদর মমতার প্রত্যাশায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে দেখলে তাঁহার চতুর্দিকে আহ্লাদে সমবেত হইত। তাঁহার পরিবারের সন্তান সন্ততির প্রতিও তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল। তাহাদের হাতে মিষ্টি খাইবার জন্য টাকা পয়সা দিতেন এবং যাকে যেই রকম ভাল মনে করিতেন দোয়া করিয়া দিতেন। স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার সরকারী পরীক্ষার সময় সেন্টারে যাইয়া হল সুপারকে অনুরোধ করিতেন যেন কড়াকড়ি না করেন। ছেলে-মেয়েদের প্রতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে বলিতেন। তাহারা হযরত শাহ সাহেব কেবলা তশরীফ আনিলে সাহস পাইত এবং অত্যন্ত খুশী হইত। কতৃপক্ষ যতদুর সম্ভব হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) কথা রক্ষা করিয়া চলিতেন। মাহফিলে সিরতুন্নবী (সঃ) চলাকালীন ১৯ দিনব্যাপী দৈনিক ৮/৯ হাজার ছোট ছোট শিশুদেরকে দুই বেলা খানা

খাওয়াইতেন. তাতে তিনি বেশী আনন্দ পাইতেন। ৮/৯ দিন শিশুদেরকে খানা পিনা খাওয়ানের পর-সীরত মাহফিল কতৃপক্ষ (অনর্থক ঝামেলা কমানের নিয়তে) এক সময় ২ বেলা খানা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শিশুরা তড়িতগতিতে তাঁহার দরবারে আরজী পেশ করিল এবং ঘেরাও করিয়া খানা বন্ধের শেকায়ত করিল। তিনি খবর শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং আফছোছ করিয়া মনের দুঃখে ২ বেলা আহার করিলেননা। সব কিছু ত্যাগ করিয়া নাস্তা পানিও কবুল করিলেন না। পরে সকলেই ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার আদেশ মতে শিশুদের খানা-পিনা আর কখনও বন্ধ করেন নাই। এর দ্বারা বুঝা যায় যে শিশুদের প্রতি তাঁহার কতদুর আদর-মমতা ছিল।

এখানেই বলা যায় যে শিশুদের কে স্নেহ মমতা করা হযরত রসূলে করীমের (সঃ) সুন্নত। ঠিক সেই রকমেই তিনি আশেকে রসূল (সঃ) বলিয়া মনে প্রাণে এই স্বীকার জারী করেন। মহানবী হযরত রসূলে পাক (সঃ) শিশুদের প্রতি প্রাণ খোলা স্নেহ মমতা প্রবাদাকারে আরবের সর্বত্র এবং বিশ্বে বিধৃত ছিল। জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে তিনি শিশুকে আদর করিতেন। দেখা হলে কোলে তুলে নিতেন, মুখে চুমু খাইতেন এবং তাঁহার বাহনের অগ্রপশ্চাতে তুলে নিতেন। তাদের খেলা মেলা দেখে আনন্দ পেতেন। তাঁর আদর এবং আলীঙ্গনের প্রত্যাশায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে দেখলে (সঃ) চতুর্দিকে আনন্দে

আহ্লাদে সমবেত হত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে সব শিশুকেই নিষ্পাপ বলে ঘোষনা করেছেন এবং আদর করিয়াছেন। মহানবী (সঃ) পরিবারের সন্তান সন্ততির প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা মোহাব্বত ছিল। তাঁহার কন্যা, বিবি মা ফাতেমার (রাঃ) শিশুপুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ) কে তিনি সীমাতিরিক্ত ভাল বাসতেন। এমন কি তিনি কখনও সোহাগভরে নিজে ঘোড়া সেজে তাদের কে আপন পীঠ মোবারকে আরোহন করাতেন। তাঁহার শিশু পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রা) কেও তিনি প্রাণের চেয়ে অধিক ভাল বাসতেন। হযরত ইব্রাহীমের (রাঃ) অকাল মৃত্যুতে মহানবী (সঃ) অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

আশেকে রসূল (সঃ) হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) পবিত্র সুন্নতের তাবেদারী করিয়া চলিতেন। তাই তাঁহার চারিত্রিক গুনাবলীর মধ্যে সত্য নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ক্ষমা ও দয়া, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, দরিদ্রের দরদী বন্ধু, প্রতিবেশীর একান্ত বন্ধু এমন কি পশু-পক্ষীর প্রতি তাঁহার আদর মমতা ছিল বেশী। কবি বলেন—

حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

نہ ہر زن زن ست و نہ ہر مرد مرد
خدا پنج انگشت یکسان نہ کرد

দরসে হাদীস শরীফের বিশেষত্ব

উল্লেখ্য আশেকে রসূল (সঃ) হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত দশকের শেষপাদে (১৯৭৬ইং) চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় দরসে হাদীস বা দারুল হাদীস (টাইটেল ক্লাশ) খোলা হইয়াছে। প্রথমবার দরসে হাদীসের আরম্ভ করার সময় বহু টাকা ব্যয়ে প্রায় লক্ষ টাকার অধিক হাদীস শরীফের কিতাবাদী এবং তাহার শরুহাত ইত্যাদি সাহার্য্যকারী পুস্তকাদী যোগাড় করিয়া দিয়া তাঁহার একমাত্র জীবিত ওস্তাদে কামেল মরহুম হযরত মওলানা মুহাম্মদ আমীন (রাঃ) সদরুল মুহাদ্দেসীন ও মুদাররেসীন দ্বারা ইফ্‌তেতাহী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। দরসে হাদীসের প্রতি (হাদীস শিক্ষা) তাঁহার এত শওক্ জওক্ ছিল যে তিনি সকল মুহাদ্দেসীনের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন, তাঁহাদের দৈনন্দিন অবস্থাদি জানিতে চাহিতেন এবং সাহার্য্য করিতেন। তাহা এখনও উক্ত মাদ্রাসায় চিরস্মরনীয় দরজায়ে ওলিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। শত শত ছাত্ররা দুর দুর দেশ হইতে পবিত্র হাদীস শরীফ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং বিভিন্ন আলীয়া মাদ্রাসায়, মহা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন।

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ! চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ফারেগ সুদাহ (পাশ্ করা) মুহাদ্দেসীন-পূর্ব হইতেই চাকরী লাভ করিয়া থাকে। কোন ছাত্র বেকার থাকেনা।

হেজাজের পথে—

তিনি শেষ বয়সে পর পর ছয়বার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। তাঁহার সঙ্গে বহু ভক্তগণ নানা দেশ হইতে বিশেষ প্লেইনে আসিয়া তাঁহার সহিত হজ্জ পালন করিয়া পুণ্যবান হইয়াছেন। তাহারাও পবিত্র মক্কা শরীফ এবং পবিত্র মদীনা শরীফে বহু অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পবিত্র মদীনা শরীফে ২টি ঘটনা পরপর দেখিয়াছেন। তাঁহাদের জবানী বয়ানে আমি শুনিয়াছি যে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাতে তশরীফ নেওয়ার পর একদা উপর দিকে নজর করিয়া বলেন যে, তাড়াতাড়ি এসনা, এতক্ষণ আসতেছনা কেন? কিছুক্ষণ পর জন বহুল গলিতে ২টি গাড়ীর ভীষন চাপা চাপিতে পড়িয়া গিয়াছেন। হঠাৎ কোথা হইতে একজন বলিষ্ঠ মোটা শক্তিবান লোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গেল এবং ভীড় হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। ঠিক সেই রকম আর একবার বেশী ঝড় বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা ও শীত অনুভব করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গীরা পর্য্যন্ত অবস হইয়া গেলেন। তাহাকে ধরিয়া ভিতরে নেওয়ার শক্তি তাহাদেরও নাই। তখন ঐ রকম আর একজন শক্তিশালী বলবান লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইলেন। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইনি মানুষ নয় বরং রেজালুল গাইব বা অদৃশ্য মানুষ। যাঁহারা আল্লাহতালার আওলিয়াদের সাহার্য্য করেন।

হিন্দুস্থান সফর

তিনি বড় বড় আওলিয়া বুজর্গানে দীনের জেয়ারতের জন্য কলিকাতা, দিল্লী, আজমীর শরীফ, আজমগড় এবং ছরহন্দ শরীফ বহু জায়গায় তশরীফ নিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তগণ অনেকেই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেখানেও তাঁহার বহু কেরামত দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রাঃ)। হযরত পীর আজমগড়ী (রাঃ) এর মাজারে জেয়ারতের সময় অনেক কিছু অলৌকিক জিনিষ দেখা গিয়াছে।

ছোব্‌হানল্লাহ।

আহার বিহার ও পোষাক পরিচ্ছদ

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) আহার-বিহার খাওয়া দাওয়া ঠিক সুন্নত মতে হইত। প্রায় সময় মেহমান সহ খানা-পিনা খাইতেন মধ্যে মধ্যে একা একা খানা-পিনা খাইতেন। খানা-পিনা খাইবার জন্য তাঁহার কোন নির্দিষ্ট সময় সূচী ছিলনা। যখন বেশী ইচ্ছা হইত খানা খাইতেন। তাও নিজে বলিতেন না। খানা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে কিংবা খানা-পিনা সামনে আনিলে খাইতেন। যেহেতু সব সময় ধ্যান জিকিরে তিনি মগ্ন থাকিতেন। গরু, ছাগল, মুরগীর গোস্ত এবং মাছ বেশী পছন্দ করিতেন। মহিষের গোস্ত তিনি খাইতেননা পছন্দও করিতেন না (ইহাকে তব্‌য়ী কেরাহাত বলে)

মেহমান সহ কয়েক রকমের তরকারী খাইতেন এবং দেশীয় দধি পছন্দ করিতেন ও খাইতেন। তাঁহার আব্বাজান এত বেশী দধি খাইতেন যে কোন অক্ত দধি ছাড়া খানা খাইতেন না। সব সময় কয়েকখানা দৈ তাঁহার বাড়ীতে জমা থাকিত। তিনি ঝাল তরকারী বেশী পছন্দ করিতেন, কাঁচা মরিছ সহ ঝাল ঝাল না হইলে খানা অপছন্দ হইত। মধু ও ঘি বেশী খাইতেন, তাহা প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য হইত। নাস্তা বেশী পছন্দ করিতেন, দেশীয় পীড়া-কলা এমন কি শীত পীড়া (ধুঁয়া পীড়া) বেশী পছন্দ করিতেন এবং সখ করিয়া খাইতেন। মধ্যে মধ্যে শীত পীড়ার জন্য আদেশ করিতেন। ঘন কড়া রং চা বেশী খাইতেন। অনেক সময় চিনি ছাড়া রং চা বড় ধরনের চার পেয়ালা লইয়া খাইতেন এবং অন্যজন কেও চা পান করিতে দিতেন। দরবারে অনেকের ভাগ্যে তবরুক চা নছিব হইত। অনেক সময় অবশিষ্ট চা কে ইহা খাইয়া ফেল বলিয়া সম্মুখের লোক কে দিতেন। তাহারা খুশীতে আত্মহারা হইয়া তাহা আনন্দে খাইয়া ফেলিত এবং খোশ নছিবী বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার পোষাক সম্বন্ধে পূর্বেও বলা হইয়াছে যে মজ্‌জুরী হালতে ও কোন দিন তাঁহার শরীর মোবারক পোষাক ছাড়া হয় নাই। লম্বা কোর্‌তা, সাদা টুপী এবং সব সময় মূল্যবান সুন্দর সাদা খতওয়ালা (মোখওত) লুঙ্গি ব্যবহার করিতেন।

পায়জামা খুব কম ব্যবহার করিতেন। শুধু কয়েকবার ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। দামী পাম্‌সু জুতা মৌজা ব্যবহার করিতেন। সাদা ফুলওয়ালা টুপী পছন্দ করিতেন। মধ্যে মধ্যে হাজী রুমাল ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহাকে বেশী শোভা পাইত। আতর, খোশ্‌বো এবং দামী খোশবোদার ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করিতেন। খোশ্‌বোদার তৈলের ব্যবহারে মাথার টুপী সামান্য রঙ্গীন হইয়া যাইত। কোরতার ভিতর হাতওয়ালা পূরা গেঞ্জি ব্যবহার করিতেন। প্রায় সময় ভাল-ছাতা হাতে লইতেন। অতি উৎকৃষ্ট ভাল হাত ঘড়ি ব্যবহার করিতেন কিন্তু চাবি নিজে দিতেন না। কেহ কোন কিছু হাদিয়া দিলে তাহা কবুল করিতেন, দরবারের লোককেও বিতরণ করিতেন।

দ্বিতীয় শাদীর আলোচনা

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে তিনি খুবই ছাহেবে কশ্‌ফ ছিলেন। তাঁহার কশ্‌ফ কেরামাত সম্বন্ধে বহু বৎসর আগেই হযরত আরকানী (রাঃ) ভবিষ্যতবাণী করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় শাদী সম্বন্ধে তিনি অন্ততঃ ৩৩ বৎসর আগে আমাকে ইশারা করিয়া গিয়াছেন। হযরত মওলানা বদিউররহমান আরকানী মরহুম ও ভবিষ্যতবানী প্রচার করিয়াছিলেন যে তিনি খেদমতের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় শাদীর সুন্নত পালন করিবেন।

অতএব তিনি ১১ | ৬ | ৭৭ইং শনিবার গত রাত্রে মোতাবেক ২৭শে জমাদিউসসানী শাদীয়ে মোবারকের অনুষ্ঠান সূচীর ইন্তেজাম করেন। বিবাহ মজলিশে পূর্বে পরিচিত হযরত মওলানা আলহাজ্জ আমিনুল্লাহ মরহুম, মওলানা আলহাজ্জ মোবারক আহমদ (মদ্দাঃ) এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আগে বলিয়া একটা পৃথক পুস্তক ইনশা আল্লাহতালা লিখিব বলিয়া আশা রাখি। তথায় বিস্তারিত বিষয়ে জানা যাইবে। উক্ত বিবাহে তাঁহার বহু কেরামাত ও দেখা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকটি পড়িলে আওলিয়াদের অনেক রহস্য হেকমত সব কিছু অবগত হইতে সহজতর হইবে। আল্লাহতালা তৌফিক দান করুন।

বহালাতে মজ্‌জুবী তেলাওয়াতে কোরাণ শরীফ

তিনি মজ্‌জুবী হালতে পবিত্র কোরান শরীফ হইতে যে সমস্ত আয়াত সমূহ বেশী তেলাওত করিতেন, তাহার মধ্যে প্রথম হইল ছুরাহ ফতাহ ২৬ পারা হইতে। ইহা বেশী ভাবে তেলাওত করিতেন।

(سورة الفتح ٢٦)

(خَتْمُ سُوْرَةِ الْفَتْحِ)

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ
لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۲۸﴾
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَی
الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ
مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۖۛ وَ
مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) এমন যে তিনি আপন রসূলকে হেদায়ত ও সত্য ধর্ম্ম দিয়া পাঠাইয়াছেন, যেন উহাকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রাধান্য দান করেন ; আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী ; মোহাম্মদ আল্লার রসূল ; আর যাহারা তাঁহার সাহচর্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয়, হে শ্রোতা, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, কখনও

রুকু করিতেছে, কখনও সেজ্দা করিতেছে। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের (বন্দেগীর) চিহ্ন তাহাদের মুখ মণ্ডলের উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুট হইয়া আছে; ইহা তাহাদের গুনাবলী তাওরাতে রহিয়াছে, আর ইন্‌জীলে, তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐইরূপ যেমন শস্য সে (প্রথমে) স্বীয় অংকুর বাহির করিল, অতঃপর (জমি হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া) উহাকে শক্তিশালী করিল; অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হইল, তৎপর উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল, ফলে উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল, যেন তাহাদের (এই-উন্নতির) দ্বারা কাফেরদিগকে (হিংসার আগুনে) পোড়াইয়া দেয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক্ কাজ করিতেছে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা এবং বড় প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছেন।

আবার কখনও কখনও এই আয়াতগুলি মিলাইয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িতেন।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ
الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا
وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ
رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ—যখন ঐ কাফিরেরা নিজেদের অন্তরে অভিমানকে স্থান দিয়াছিল, আর অভিমান ও ছিল বর্বরতা সুলভ, অনন্তর আল্লাহ্ আপন রসূলকে এবং মুমিনদিগকে নিজের তরফ হইতে ধৈর্য্যশক্তি প্রদান করিলেন, আর আল্লাহ্ মুমিন দিগকে পরহেযগারীর বাক্যের উপর অটল রাখিলেন, এবং তাঁহারাই ইহার অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিল, আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ স্বীয় রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। যাহা বাস্তবানরূপই (ছিল) যে তোমরা ইন্‌শাআল্লাহ্ মস্‌জিদে

হারামে (অর্থাৎ মক্কা নগরীতে) অবশ্যই নিরাপদে প্রবেশ করিবে। তখন তোমাদের মধ্যে কেহ মাথা মুড়াইতে থাকিবে, আর কেহ চুল কাটিতে থাকিবে, তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকিবেনা ; পরন্তু আল্লাহ ঐ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, যাহা তোমরা জাননা, অনন্তর তিনি ইহার (অর্থাৎ স্বপ্ন বিবরণ সত্যে পরিণত হওয়ার) পূর্বে এক আশু বিজয় প্রদান—

ছুরাহ নূর হইতে (سورة نور) এই আয়াতগুলি একটু বড় বড় শব্দে মধুর লাহানে সুন্দর করিয়া তেলাওত করিতে থাকিতেন।

اللّٰه نور السمٰوٰت والارض مثل نوره كمشكوٰة
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة
كانها كوكب دري يوقد من شجرة مبٰركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي اللّٰه
لنوره من يشاء ويضرب اللّٰه الامثال للناس
واللّٰه بكل شيء عليم ﴿٣٥﴾ في بيوت اذن اللّٰه ان ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
والاصال ﴿٣٦﴾ (سورة النور)

Ghunati.com Pioneer in village based website

অর্থ এই—

৩৫। আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁহার জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ ; ইহা প্রজ্বলিত হয় তৈল হইতে, পূত পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয় অগ্নি সংযোগ না করিলেও মনে হয় উহার তৈল উজ্জ্বল যেন আলো দিতেছে ; জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩৬। আল্লাহ্ তাঁহার নাম স্মরণ করিবার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন সেথায় সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ
مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ (سُورَةُ النُّور)

৩৭। সেইসব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহের স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত

প্রদান হইতে বিরত রাখেনা, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়িবে।

৩৮। তাহারা আল্লাহের মহিমা ঘোষনা করে যাহাতে তাহারা যে সৎকর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ
الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ
اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ
مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ (سُورَةُ النُّور)

৩৯। যাহারা সত্য প্রত্যাখান করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসম, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছুই নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্কে অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪০। অথবা তাহাদিগের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরংগের পর তরংগ, যাহার উর্দ্ধ দেশে ঘন মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর অন্ধকার, হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবেনা। আল্লাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোন জ্যোতি নাই।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ
سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ
مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ
بِالْاَبْصَارِ ؕ ۝ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝ (سُوْرَةُ النُّوْر)

৪১। তুমি কি দেখনা যে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহের

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? সকলেই তাহাদিগের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৪২। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

৪৩। তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পঞ্জীভূত করেন তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষন করেন শীলা এবং ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুত ঝলক দৃষ্টী শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।

৪৪। আল্লাহ্ দিবস রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তদৃষ্টী সমপন্ন দিকের জন্য।

(তরজমা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২য় খণ্ড ৬৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

ফজিলত—ছুরা নূর শরীফের উক্ত আয়াত গুলির বেশাবেশী ফজিলত আছে, যাহা এই ছোট্ট কিতাবে বর্ণনা করা যায় না। উক্ত আয়াত শরীফ তেলাওতকারী আল্লাহ্তালা ও তাঁহার রসুলের (সঃ) ফরমাবর্দার আল্লাহতালার মোহাব্বতে ও তাঁহার রসুলের মোহাব্বতে ডুবিয়া যাইবে। তাহার ঈমান পোক্তা হইবে, দীন দুনিয়ার সমস্ত মুশকিলাত সহজেই সরিয়া যাইবে।

দীনে ইস্‌লামের উপর মৃত্যু পর্যন্ত কোন সন্দেহ ওয়াছওয়াছা জন্মিবেনা এবং শয়তানী ধূকা হইতে নিঃসন্দেহে বাঁচিয়া যাইবে ইন্‌শাহআল্লাহ্‌তালা ।

৪০ নং আয়াতটি ৪০টি লবঙ্গ লইয়া প্রত্যেকটির উপর উক্ত আয়াত শরীফ ৭ বার করিয়া পড়িয়া একটি পাত্রে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবেন এবং বন্ধ্যা স্ত্রী লোক যে দিন ঋতু হইতে পাক হইবে, সে দিন গোসল করিয়া রাত্রিতে একটি খাইবে, এই রূপ ৪০ দিন ৪০টি লবঙ্গ খাইবে, ইন্‌শাআল্লাহতালা তাহার সন্তান হইবে লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি পান করিতে পারিবেনা । (পরীক্ষিত) (পর্য্যন্ত من نور হইতে اوكظلمت)

শানে নযুল :— এই আয়াতে অবিশ্বাসীগনের ইহ পরকালের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে মেঘাচ্ছন্ন সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ব্যক্তি সমুদ্র তরঙ্গের ভিতর থাকিয়া যে রূপ নিজের হাত পর্যন্ত বাড়াইলে দেখিতে পায়না তদ্রূপ আল্লাহতালা যাহাকে আলোক (সৎপথ) দান করেন নাই, সে শত অনুসন্ধান করিয়া ও ইহার সন্ধান পাইবেনা । যে সত্যালোকের অভাবে অসত্যের অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায় । এই আয়াতের অর্থ এই যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছু লাভ করিতে পারেনা । মানুষের শত চেষ্টা ও সাধনা তাহাকে সফলতা আনিয়া দিতে পারেনা। এই আয়াতে আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও ইচ্ছার উপর নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ভাব রহি-

যাছে. সে জন্য ইহার আমল দ্বারা আল্লাহ্তালার অপার করুণার উদ্রেক হয় ও আমল কারীর জীবনের অবলম্বন (সন্তান) লাভ হয়।

ছুরাহ তাওবার শেষ দুটি আয়াতের ফজিলত (১১ নং পারা)

আয়াত এই—

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا
عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾ (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ)

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) উক্ত আয়াত দুইটি বেশী তেলাওত করিতেন। আমি ও ঐ আয়াতগুলি বেশী তেলাওত করিয়া থাকি। কারণ ঐ আয়াতের বেশী ফজিলত পাইয়াছি। একদিন হঠাৎ শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ) আমার বাড়ীতে আমার থেকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি উক্ত আয়াত শরীফ পড় নাকি? আমি বলিলাম হাঁ আমি ঐ আয়াত শরীফ পড়ি। তখন তিনি বলিলেন আমিও পড়ি, কারন এই আয়াতের বেশী ফজিলত আছে। তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আয়াতের অর্থ ঃ—

(১) তোমাদের নিকট একজন এমন পয়গাম্বর আসিয়াছেন

যিনি তোমাদের জাতির অন্তর্গত, যাহার নিকট তোমাদের ক্ষতির কথা নিতান্ত কষ্টদায়ক হয় যিনি তোমাদের হিতের অতিশয় আকাঙ্খী থাকেন, ঈমানদার দের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ন। (২) অতঃপর যদি মুখ ফিরায় তবে আপনি বলিয়া দিন যে, আমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নাই ; আমি তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, আর তিনি বড় আরশের মালিক।
(তফসীরে আশরফী ৩৭ পৃঃ)

শানে নুযুলঃ— কাফের গণ ইসলামের সত্যতা ও রসূল(সঃ) এর অলৌকিক মোজেজা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত নানা প্রকার কুট তর্কের অবতারণা করিয়া বেড়াইত। তাহাদের ঐ রূপ ব্যবহারের উত্তর স্বরূপ এই আয়াত দুটি নাযিল হয় এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে শত অপমান অত্যাচার ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ও হযরত রসূল (সঃ) সর্বদা মানুষের কল্যান ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করিয়া থাকেন। ইহাই যথেষ্ট প্রমান যে তিনি সত্য নবী। সত্য নবীর ইহা হইতে আর কি উৎকৃষ্ট প্রমান থাকিতে পারে ? ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা তোমার পথে না আসে, তবে কোন চিন্তার কারণ নাই। আল্লাহ্‌র সাহায্যই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দোয়া ও আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার জন্য এই আয়াত ব্যতীত কোরানের আর কোন আয়াতে একত্রে বর্ণিত

হয় নাই। মুসলিম জীবনে এই দুইটি নেয়ামতের জিকির হইতে উত্তম জিকির আর কি হইতে পারে ?

এই আয়াত দুইটির দ্বারা আমাদের হযরত রসূল (সঃ) এর শ্রেষ্টত্ব বর্ণনা করা হয়। প্রায় সকল নবীই কোন না কোন কারনে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ বদ দোয়া পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হযরত রসূল (সঃ) আমাদের মঙ্গল ও হিত ব্যতীত ভুলেও কখনও অনিষ্টের চিন্তা করেন নাই। বরং তিনি সকল অবস্থায় আমাদের প্রতি স্নেহ শীল ও দয়া বান এবং তিনি আমাদের কল্যানের জন্য আল্লাহতালার নিকট দোয়া করিয়াছেন। এই সকল কারনেই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবী রূপে সম্মানিত হইয়াছেন "রাউফুর রহীম" আল্লাহতালার দুইটি পবিত্র নাম। এই নাম দুইটির দ্বারা তাঁহার স্নেহ ও দয়ার ছীফতের বর্ণনা করা হয়। তিনি এই আয়াতে আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) কেও এই দুইটি পবিত্র নামের ছিফাত বিশিষ্ট বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পাক কোরান শরীফের ছুরাহ বকরায় ১৪৩ আয়াতের শেষ ভাগে বর্ণিত হইয়াছে—

ان الله بالناس لرؤف رحيم

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তালা মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়। এই আয়াতে আমাদের হযরত রসূল (সঃ) কেও আল্লাহতালার ন্যায় আমাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত আয়ত দুইটির জিকির দ্বারা আমাদের রসূল (সঃ) এর এই ছীফত দুইটির স্মরণ হয়। ফলে তৎক্ষনাত তাঁহার দোয়া ও আল্লাহ্‌র সাহায্য পাঠকারীর উপর অবতীর্ণ হয় এবং পাঠকারীর ইহ পরকালের অশেষ কল্যান হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ছীফাত বর্ণনা করিয়া তাঁহার দোয়া ও স্নেহ লাভ করার পক্ষে ইহাই সর্বোত্তম আয়াত।

আল্লাহ্‌তালার আরশের আয়তন

খোদাওন্দ করীমের আরশ একটি অতি বৃহৎ সৃষ্ট বস্তু। পুরাতন কালের বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্য্য পৃথিবী হইতে দেড়শত গুণ হইতে ও অধিক বড়। সূর্য্যটি আস্‌মানের অতি সামান্য অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। অতএব আস্‌মানটি পৃথিবীর তুলনায় কত বড় হইবে তাহা অনুমান করাও কঠিন। ইহা হইল নিম্ন আয়তনের অনুমানিক অবস্থা। ইহার উপরে পরপর আরও আস্‌মান রহিয়াছে। পৃথিবীর তুলনায় প্রথম আস্‌মান যেমন বড়, তদ্রুপ দ্বিতীয় আস্‌মান প্রথম আস্‌মানের তুলনায় বড়। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বড়। এইভাবে সপ্তম আসমান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সপ্তম আস্‌মানের উপরে কুরসীর এবং উহার উপরে রহিয়াছে আরশে আজীম। কুরসীর তুলনায় সপ্তদল আসমান এমনই ক্ষুদ্র যেমন একটি বড় ঢালের উপর সাতটি দেরহাম বা

সিকি রাখা হইয়াছে। কুরসীটি আবার আরশের তুলনায় সে রকমই ছোট। ইহাতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে আরশটি এই পৃথিবীর তুলনায় কত লক্ষ কোটিগুণ বড় হইবে।

এই দুইটি আয়াতের ফজিলত

১। দীর্ঘায়ু লাভ করার জন্য ইহার মত আর কোন আয়াত নাই। যে কোন বিপদের সময় এই আয়াত দুইটি পড়িলে বিপদ মুক্ত হয়।

২। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ১ বার এই আয়াত পড়িবে সে রোজ হাশরে হযরত রসুল করীম (সঃ) এর সফাআত লাভ করিবে।

৩। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই পবিত্র আয়াত দুইটি ৭ বার করিয়া পড়িবে, সে দুর্বল থাকিলে বলবান হইবে, লাঞ্ছিত থাকিলে সম্মানিত হইবে, পরাজিত থাকিলে জয়ী হইবে; দরিদ্র থাকিলে ধনবান হইবে, বিপদগ্রস্ত থাকিলে বিপদ মুক্ত হইবে ও তাহার অপমৃত্যু হইবেনা তাহার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে ও তাহার সমস্ত কাজ সহজ সাধ্য হইবে এবং স্বপ্নে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এর জেয়ারত লাভ না হইয়া পারিবেনা। (আবু দাউদ) যে দিন এই আয়াত পড়িবে সে দিন আহত বা নিহত হইবে না।

৪। রোজ ৪১ বার পড়িলে স্বপ্নে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জেয়ারত লাভ হইবে।

৫। পীড়িত অবস্থায় এই আয়াত দুইটি পড়িলে আরোগ্য লাভ হইবে। এক ব্যক্তি ৭০ বৎসর পর্যন্ত পীড়িত ছিলেন। পরে আয়াত দুইটি পড়িতেন বলিয়া এই আমলের বরকতে তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আয়ু বৃদ্ধির জন্য ইহা হইতে উৎকৃষ্ট কোন আয়াত কোরানে নাযিল হয় নাই।

৬। (عقد الدرر) আক্‌দুদ্দোরার নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে হযরত আবুবকর ইব্‌নে মেহ্‌দী রসুল (সঃ) কে স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত (সঃ) তাঁহাকে আদেশ করেন যে শীবলী তোমার নিকট আসিলে সম্মান দেখাইও আমি তাহাকে সম্মান দেখাইয়া থাকি, কারণ তিনি ৮০ বৎসর যাবৎ প্রত্যেক নামাজের পর ছুরাহ্ তওবার শেষ দুইটি আয়াত পড়িয়া আসিতেছেন।

৭। শেষ-আয়াত দ্বয় প্রত্যহ ১০০ বার পড়িলে দীন দুনিয়ার পেরেশানী, কষ্ট হইতে রেহাই পাওয়া যায়। কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া কোন কাজে গেলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তালা ঐ কাজে সফলকাম হওয়া যায় (অবশ্য হারাম ও কুকার্য্যের জন্য নহে) এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তালার উপর নির্ভরশীল হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে। সেই জন্য ইহা পড়িলে তাঁহার রহমত ও সাহায্য লাভ হয়।

৮। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গলায় তাবিজ লিখিয়া দিলে তাড়াতাড়ি বড় হইয়া যায়। রোগ শোক আফত বলা হইতে নেজাত পায়।

৯। তফসীরে আজীজিয়াতে হযরত শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী (রাঃ) লিখিয়াছেন যে সকাল বিকাল ৭ বার করিয়া শুধু

حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم ٥

পড়িলে তাহার সব কিছু কাজ আল্লাহতালার রাহমতে সহজেই গাইবী সাহায্যে আঞ্জাম পাইবে এবং বহু ছওয়াবও হইবে। ছোবহানল্লাহ! এই জন্যই হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) এই আয়াত শরীফ বেশী তেলাওত করিতেন। ইহা বহু পরীক্ষিত। এই আয়াতগুলি ব্যতীত ছুরাহ দোহা, ইনশেরাহ, মোজম্মেল, মোদদ্ছের, ত্বোয়াহা, ইয়াছীন এবং ছুরাহ জুমা বেশী পড়িতেন।

কয়েকটি অমর বাণী

তিনি প্রায় সময় আমাকে মূল্যবান কথা এবং নছিহাত ফরমাইতেন। তাহা ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে কলম বন্ধ করিব, তবে কয়েকটি বেশী মূল্যবান কথা নমুনা স্বরূপ আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি।

১। সব সময় আল্লাহতালার কথা স্মরণ রাখিবে, তাঁহার রেজামন্দি সন্তুষ্টি কামনা করিবে, আল্লাহতালা ও তাঁহার হাবিবের তাবেদারী করিবে, রসুল (সঃ) এর সুন্নত তরিকাকে মজবুত করিয়া

ধরিবে। প্রত্যেকটি ভাল কাজ (ছোট-বড়) করিবার সময় ইহা আল্লাহতালার জন্য করিতেছি বলে নিয়ত করিবে, তাহা হইলে তোমার কলবে আল্লাহ বসিয়া যাইবে। (জল্লাজলালুহু)

২। যেখানে নমাজ দোয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, চর্চা করা হয়, অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা তথায় সব সময় চাঁদা দিবে। নিজের গাফলতির দ্বারা নমাজ দোয়া কযা হইলেও ঐ নমাজী প্রতিষ্ঠান হইতে কেয়ামত পর্যন্ত ছদকায়ে জারীয়ার ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

৩। কোন মকছুদ পুরাপুরীর জন্য তাড়াতাড়ি করিওনা, আল্লাহতালা যখন দিবেন তুমি টেরও পাইবেনা, যেমন বেইল (সূর্য্য) যখন উঠিবে, তুমি ঘুমিয়ে থাকিলেও উঠিয়া যাইবে।

৪। আল্লাহতালার ইচ্ছা হইলে খুব ছোট জিনিষের ভিতর তোমাকে বড় করিয়া দিবে, আল্লাহতালা যারে চায় (ক্ষেরৎ বাজাই তোলে) অর্থাৎ সামান্য ঘাসের সহিত মিলাইয়া বড় করিয়া তুলিয়া ফেলেন। আল্লাহতালার ইচ্ছা হওয়া দরকার।

৫। আরবী ভাষাকে পছন্দ করিবে, আরবী ভাষায় লিখিত হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর শানে কবিতাগুলি বার বার পড়িবে।

৬। পবিত্র কোরান শরীফের বিশেষ ২ দুইটি আয়াত (ছুরাহ তওবার শেষ ২টি আয়াত) বার বার পড়িতে থাকিবে। ৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; তাহার বেশী ফজিলত আছে, আমিও পড়িয়া থাকি।

৭। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস শরীফ পড়িবে এবং শুনিবে।

৮। পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী খুব বড় জিনিষ, যেমন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সবচেয়ে বড়। ইহা আমার নয় সুতরাং ইহার জন্য কাহাকেও চিন্তা ভাবনা করিতে হইবেনা।

৯। খাকে চুনতীতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কদম মোবারক পড়িয়াছে অতএব খাকে চুনতীর মর্যাদা বড়। কোন দিন চুনতী ছাড়িওনা (চুনতীর মেড়ী ন ছার্গা)

১০। যেখানে বহু ভাল কাজ হয়, সেখানে ২/১টি খারাপ কাজও হয়, তাহার জন্য ভাল কাজ ছাড়িয়া দেওয়া যায়না। (এই কথাসমূহ সম্বোধনকালে কয়েকটি শুধু আমাকে একা একা বলিয়াছেন, আমি ছাড়া অন্য লোকজনও আছেন, কথাগুলি মিলাইয়া লিখা হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার কথাবার্তা খুবই সংক্ষেপে হইত)

হযরত উওয়াইস করণীর স্বীকার কথা (রাঃ)

হযরত শাহ সাহেব কেবলার পুরাতন বা আধুনিককালের পীর মোরশেদেরমত কোন পীর মোরশেদ নির্দিষ্ট ছিলেননা। তবে তিনি হযরত আজমগড়ী (রাঃ)কে নিজ পীর মোরশেদের মত জানিতেন এবং ভক্তি করিতেন। তাঁহার নাম-নামী উল্লেখ করিলে খুবই ইজ্জত করিয়া বলিতেন। তিনি খুবই বড় কামেল মোকম্মেল পীর ছিলেন। আমাদের ধারনা হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ)

সোজাসুজি হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আশেক ছিলেন। ওয়াছেতা ব্যতীত সরাসরি হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রাখিতেন। তাই তিনি বলিতেন যে যিনি সবচেয়ে বড় হন, যাঁহাকে আল্লাহতালা সবচেয়ে বড় বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন আমি তাঁহাকেই চিনি এবং জানি, অতএব আমি তাঁহারই।

হযরত উওয়াইস করনীর (রাঃ) ত্বরিকা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন মত পোষন করা হয়। তিনি নিজেই প্রকৃত বড় ওলীউল্লাহ ছিলেন। কিন্তু মোজাদ্দেদ বা পুরাতন বা বর্তমান আধুনিককালের পীরের ন্যায় ইসলাম প্রচারে সফর করিয়া হাতে হাত মিলাইয়া বা পাগড়ী ছোঁয়াইয়া মুরিদ করান নাই। তাঁহার পীর মুরিদী সিলসিলা ছিল একেবারে অন্য ধরণের। তাঁহার ত্বরিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা হইতে স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে তাঁহার ত্বরিকা কোন ধরণের ছিল।

১। কেহ বলিয়াছেন যিনি পীরের অছিলা ছাড়া আল্লাহ-তালার কোরান ও নবীর (সঃ) সুন্নত পুরাপুরী অনুসরণ করিয়া আল্লাহতালার রসূলের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাকে উওয়াইস ত্বরিকাপন্থী বলা হয়। কেননা হযরত উওয়াইস করনী কোন পীরের হাতে বয়য়াত না হইয়াই মহান ওলীউল্লাহ হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি রসূলুল্লাহর (সঃ)

দর্শন লাভে পর্যন্ত সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কোরান হাদীসের বিন্দুমাত্র খেলাফ না করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দ্বীনি আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া আল্লাহতালার খাছ ওলী হইয়াছিলেন।

২। কাহারও মতে যিনি হযরতঃ রাসূলুল্লাহর (সঃ) অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও ইতেকাদের পূর্ণাপুরী ভাবে আমল করিয়া থাকেন, তাঁহাকে উওয়াইস ত্বরীকা পন্থী বলা হয়। কেননা হযরত উওয়াইস করণী (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রত্যেকটি কথা-কাজ পূর্ণাপুরী আমল করিতেন। এক কথায় তাঁহার মত রসূল প্রেমিক লোক ছাহাবীদের মধ্যেও কচিৎ দৃষ্ট হয়।

৩। অনেকে বলেন হযরত খিজির (আঃ) এর সান্নিধ্য লাভ কারীকে উওয়াইসী ত্বরীকা পন্থী বলা হইয়া থাকে।

৪। সুফী বা আধ্যাত্মবাদী মহাপুরুষদের মতে যাহারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর গায়েবী ফয়েজ লাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে উওয়াইস ত্বরীকা পন্থী বলা হইয়া থাকে। হযরত উওয়াইস করণী (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) কে না দেখিলেও রসূল প্রেমের অছিলায় তিনি মহা নবীর গায়েবী ফয়েজ লাভ করিয়া আল্লাহ্তালার অত বড় ওলী হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার ত্বরীকা-পন্থী লোক যিনি রসূলের গায়েবী ফয়েজ লাভ করিতে পারিবেন, তিনি ঐ ত্বরীকারই মধ্যে শামীল

হইবেন ইহা আমারও মত বরং পরীক্ষিত। আল্লাহ্ তালার অনেক বন্দা, হযরত রসূলুল্লাহ্ র (সঃ) সোজা ফয়েজ পাইয়া থাকে ছোট কাল হইতে বা বড় হইয়া।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ—তাহা আল্লাহ্ তালার ফজল বা বখ্শীশ মেহেরবাণী তিনি যাকে চান—দিয়া থাকেন।

৫। কেহ বলেন যাঁহারা কোন ওলীর হাতে বয়য়াত ব্যতীত হেদায়াত প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই উওয়াইসী ত্বরীকা পন্থী। আমাদের জানা মতে উওয়াইসী ত্বরীকার যে মতামত পাইয়াছি তাহা উল্লেখ করিলাম। এই মতামতের জন্য কিছু আসে যায় না। আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে হযরত উওয়াইস করণী (রাঃ) হযরত রসূল করীম (সঃ) হইতে সোজা মোহাব্বতের ফয়েজ লাভ করিয়া যে পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে পৌছিয়াছেন তাহা দেখিলে সব মতামত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। হাদীস শরীফে ছাবেত আছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায় বলিতেন যে করণ শহর হইতে আমি খোশ্ বো পাইতেছি এবং তিনি জোবান মোবারকেও হযরত উওয়াইস করণী (রাঃ) এর কথা বলিয়াছেন।

অতএব আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা হইল এই যে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ) সোজা বেগাইরে ওয়াছেত্বা (বিনা মাধ্যমে) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ফয়েজ লাভ করিতেন।

বহু সময়ে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তখন তিনি হুঁশহারা হইয়া যাইতেন লোকেরা তখন তাঁহাকে ভয় করিত, আমরাও বহু সময়ে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সরিয়া পড়িতাম।

و الله اعلم بالصواب

কতিপয় লোকের দুর্ব্যবহার ও অপূর্ব ক্ষমা

হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লার মজজুবী হালতে কতিপয় লোকেরা নেহায়ত অমানুষিক গালাগালি, বেআদবী ও দুর্ব্যবহার করে। ইহার প্রতিবাদে খবর ছড়াইয়া পড়িলে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ক্রোধের আগুন ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং প্রতিশোধের দাবীতে বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া চলে। তখন তাহারা হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকে চিনিতে পারেনাই। তাহারা ঘটনার পরে নিজের অপরাধ উপলব্ধি করিতে পারিয়া হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হইয়া ক্ষমা চাহিয়া লেয়। ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া কথিত আছে। কাজেই তাহাদের অন্যায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার উদার অন্তঃকরণের প্রভাবে চিরদিনের জন্য মাফ করিয়া দেন। পরে পরে তাঁহার শত শত অলৌকিক কেরামাত প্রকাশ পাইলে আর কেহ কোন দিন বেআদবী করিতে সাহস করিত না বরং ভয় পাইত। আবার কেহ কেহ মুখে মুখে নানা রকম কথা বলিয়া

তিরস্কার করিত, তাহারাও আল্লাহতালার তরফ থেকে উচিত শাস্তি পাইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে।

সমসাময়িকদের চোখে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (কোঃ)

মৃত্যুর পরই মানুষ স্বীকৃতি পায়। প্রতিভার স্বীকৃতি অনেক প্রতিভাবানের ভাগ্যেই জীবদ্দশায় ঘটে না" এই কথাটি বিশ্বের অনেক জ্ঞানী-গুনী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনেতিহাসে জ্বলন্ত সত্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এমন অনেক জগৎ বরেন্য কবি, সাহিত্যিক ও যুগশ্রষ্টা রাজনৈতিক কর্মীর ইতিহাস আমরা জানি। জীবদ্দশায় দেশ ও জাতির নিকট যাঁহাদের প্রতিভা কোন প্রকার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা তো দূরের কথা, সাধারণ স্বীকৃতিও পায় নাই। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনে নামিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে অনেক নির্যাতন, বিড়ম্বনা বা অবহেলা। অথচ বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়াছে যে মৃত্যুর বহু বৎসর পর হয়তো তাঁহার কর্ম জীবনের সওগাত সম্পর্কে আলোচনার পর ধীরে ধীরে তাঁহার শক্তিমত্তা ও প্রতিভার সৌরভ দুনিয়া বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপর দিকে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবনী দেখা যায়, যাঁহারা স্বদেশে বা ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের নিকট কোন প্রকার স্বীকৃতি পান নাই, পাইয়াছিল বিদেশে বা দুরের মানুষের নিকট হইতে।

আমাদের মতে যে সমস্ত মহৎ ব্যক্তি বিদেশে বা দূরের মানুষের নিকট হইতে অথবা মৃত্যুর পর প্রতিভার স্বীকৃতি না পাইয়া স্বদেশ, স্বজাতি এবং ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতেই আপন জীবদ্দশায় বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। কারণ জীবনের বাহ্যিক প্রকাশের জৌলুসের আড়ালে অনেকেরই আবার আর একটা গোপন দিক থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গোপন দিকটা স্খলণ ভ্রান্তি ও ভুলের সমষ্টি মাত্র। বলা বাহুল্য যে ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের অনু সন্ধিৎসু দৃষ্টি এই প্রাইভেট দিকটার দ্বারোদঘাটন করিয়া দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বা বিরাগ অনেকটা তার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে।

বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক সহ কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে আর একটি অত্যন্ত নাজুক দিকও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেছে প্রতিযোগিতার মানসিকতা পরস্পরের স্বাভাবিক গুণ গরিমার জন্য শ্রদ্ধা আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা নিবেদন এজন্য অনেকটা বিঘ্নিত হয়। এ ক্ষেত্রে যাঁহাদের গুণ গরিমার রশ্মি সবার গুণ গরিমার আলো ভেদ করিয়া সূর্য্য রশ্মির ন্যায় নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারে, তাঁহাদের প্রতিই সাধারণতঃ সমসাময়িকগণ শ্রদ্ধার মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত হন।

এই পরিপেক্ষিতে আমরা হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (কোঃ) জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব তিনি

স্বীয় গুণ গরিমার রশ্মিতে প্রতিভার জৌলুসে বন্ধু বান্ধব ও সহ-কর্মীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলী স্বীয় জীবদ্দশায়ই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইন্তেকালের পর দীর্ঘকাল তাঁহাকে লইয়া গবেষণা করিতে হয় নাই অথবা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার কর্ম ও সাধনা লইয়া দিনের পর দিন আলোচনা করিতে হয় নাই। দুনিয়া পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলাদেশের নানা স্থানের যেখানে তাঁহার যত বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন, প্রায় প্রত্যেকের মুখ হইতেই শোক বাণীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গুণ গরিমার পাণ্ডিত্ব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা অবলীলা ক্রমে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহা আমি পূর্বেই প্রায় ২১ জন সমসাময়িক বড় বড় বুজর্গানে দ্বীনের নাম-নামী উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা হইলেন এই জমানার এক একজন কুতুব এবং সর্বজন প্রিয় মকবুলে বারগাহে এলাহী মহাপুরুষ।

ইন্তেকালের বর্ণনা

যাহারা দেশের জন্য, জাতির জন্য সমগ্রমানব জাতির কল্যাণের চেষ্টা করেন, আত্মত্যাগে কোরবাণী দেন, ইতিহাস তাঁদের সত্যিকার মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। মানুষ অমর নয়, সবারই মৃত্যু আছে, তাই এ'রাও একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এমনি চলে যান না, বরং চলে যাবার সঙ্গে পেছনে ভবিষ্যত বংশধরের জন্য তাদের কর্ম কাণ্ডের ইতিহাস

ফেলে যান। বাবা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে এই ভাবে কত মনীষী আর মহাপুরুষ এসেছেন তার কোন ইয়ত্তা নাই।

সে যাহাই হউক গত ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৩ ইং সোমবার গতে রাত্রে মঙ্গলবার আরম্ভ ১২ টার সময় মোতাবেক ২৩শে সফর ১৪০৪ হিজরী সন, ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা হযরত শাহ সাহেব কেব্‌লা (কোঃ) লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ, বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া মোট ৭৫ পচাত্তর বৎসর বয়সে কয়েকবার—হে আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ উচ্চারণ করিয়া হাসি মুখে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ইহাই হইল মুমীন মুসলমানের শেষ শুভ (খাতমা বিলখাইর)। যাহার জন্য সারা জীবনে দোয়া-প্রার্থনা করিতে হয়। আল্লাহুম্মা ফির্ রফিকিল্ আ'লা অথবা আল্লাহুম্মার্ রফিকাল্ আ'লা যাহা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবার বর্গগণ

ইন্তেকালের সময় তাঁহার বিবিগণ এবং একমাত্র ছেলে শাহ্‌জাদা মওলভী জামাল আহমদ সাহেব, একমাত্র কন্যা শাহ্‌জাদী মোছাম্মাৎ আমেনা খাতুন এবং তাঁহার বিমাতা আম্মাজান মোছাম্মাৎ হাফেজা খাতুন, ভাইদের মধ্যে মওলানা ছালেহ আহমদ সাহেব, মওলানা জহুর আহমদ সাহেব, মওলানা শাহ

নেছার আহমদ সাহেব এবং মওলভী আবছার আহমদ সাহেব বর্তমান ছিলেন। এক পুত্র এক কন্যার ঘরে নাতী-নাতনী এবং বহু আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রাখিয়া গিয়াছেন।

কাফন দাফন ও জনাজা

হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) জনাজায় তালীম ও তলকিনের লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ দেশের কোনে কোনে ব্যাকুলতার সহিত সাক্ষাতের প্রতিক্ষায় পাগল পারা হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত কঠোর বাধার কারণে সাক্ষাৎ করিতে বঞ্চিত হইয়া সকলেই দারুন শোকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকে। কারণ তাঁহার হাঁপানী রোগ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের ভীড়, যাতায়াত কঠোরভাবে নিষেধ করা হইত। হঠাৎ সকালের বাংলাদেশ রেডিওতে ইন্তেকালের খবর প্রচারিত হওয়া মাত্র সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ শেষ দেখার আকাঙ্খায় উন্মাদের ন্যায় চুনতীর দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং অগনিত ভক্তবৃন্দের শান্তনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জনাজার নমাজ আদায়ের জন্য পরদিন মঙ্গলবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত সময় ঘোষনা করা হইল। পরদিন ভোর হইতেই হাজার হাজার ভক্তগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার জনাজায়ে শামীল হইবার জন্য এবং জীবনের তরে শেষ দেখার জন্য হাজারে হাজারে লোক বিভিন্ন জেলা সমূহ হইতে রেলগাড়ী, বাস, ট্রাক, মোটর কার, টেক্সি, রিক্সা

ইত্যাদিতে যে যেইভাবে সুযোগ পাইয়াছে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছে। অসংখ্য লোকের সমাবেশ। চুনতীর অলি গলিতে লোকে লোকারন্য, সকলের চেহারাতেই বিষাদের ছায়া। আজ নাই পূর্বেকার সেই আমোদ ও আনন্দ, নাই হযরতের সেই স্নেহ মাখা অমৃত বাণী, নাই সেই আদর ও যত্ন। সকল জায়গার লোকারন্যই জনাজার নমাজে শামিল হইয়া শেষ দেখার সৌভাগ্য লাভ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিন বাস হরতাল ধর্মঘট পালিত ছিল বলিয়া বহু ভক্তগণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অনেকেই আবদ্ধ থাকিয়া মর্মাহত অবস্থায় দারুন শোক ও দুঃখে দগ্ধিভূত হইল।

জনাজা সম্পূর্ণ তৈয়ার। কাফন ইত্যাদি পরানো হইয়াছে। জনাজার নমাজ পবিত্র সীরাত মাহ্ফিলের প্রকাণ্ড বিস্তৃত ময়দানেই হওয়া স্থীরকৃত হইল। মাজার শরীফ সর্বসম্মতিক্রমে বাইতুল্লাহ মসজিদের দক্ষিণে হওয়া সাব্যস্ত হইল। শাহ্ মঞ্জিলের সামনে জনাজা তৈয়ার করিয়া রাখা হইল। সকলেই দেখার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইল যে প্রত্যেকেই এক পথে প্রবেশ করিবে এবং চেহারা মুবারকের জেয়ারত করিয়া সামনে অন্য পথে চলিয়া যাইবে। জনাজার নিকট অপেক্ষা করিয়া যাহাতে ভীড় জমাইতে না পারে কঠোরভাবে সেই ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইল। কিন্তু ইহাতেও সকলের পক্ষে দেখা মোটেই সম্ভব ছিলনা। বেলা ৩টার সময় হইতে শাহ্ মঞ্জিল হইতে

সীরাত মাহফিলের ময়দানে লইয়া যাইতে কি মহা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ কত লোকের যে সমাগম হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা মুশকিল। অনেকের ধারনা মতে লক্ষ লোকের কাছাকাছি জমাত কায়েম হইয়াছিল। সকলেই একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য এবং জনাজা স্বীয় স্কন্ধে বহন করিবার জন্য সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্খায় দিশেহারা হইয়াছিল। বাধা-প্রতিবন্ধকতা, আদেশ উপদেশ কোন কিছুই কার্যকর হইতেছেনা। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছেনা। অনন্যোপায় হইয়া জনাজার খাটের সহিত স্পর্শ করা লোকের সহিত জড়িত হইয়া সকলেই জনাজা উঠাইবার কিছু ফয়েজ ও বরকত হাসিল করিবার সুযোগ পাইল। বহু কষ্টে ১০ মিনিটের পথ এক ঘন্টা দেরী হইল।

তখন কি যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে হইতেছিল যে যেন কেয়ামত কায়েম হইয়াছে। চতুর্দিক হইতে আরও মানুষ দলে দলে আসিতেছে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে আসরের নমাজ আদায় করা হইল। আসরের নমাজ আদায় করিয়া হযরত শাহ সাহেব কেবলার (কোঃ) একান্ত প্রিয় ও দরদী ভাগিনা হযরত আরকানী সাহেবের খলিফা, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জনাব মওলানা আলহাজ হাবীব আহমদ সাহেব জনাজার নমাজের ইমামতী করেন। আরও ২/৩ ঘন্টার পর যদি জনাজার নমাজ

আদায় করা হইত, তাহা হইলে কত লোকের সমাগম হইত আল্লাহ তালাই জানেন।

হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লা (কোঃ) জীবিত থাকা কালে দলগত বিভেদ ও নানা কারণে বহু লোককে তাঁহার প্রতি নানারূপ না বুঝিয়া কটূক্তি করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আজ সবই শেষ হইয়া গেল। সকলেরই চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আজ সকলেই দল বিভেদ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাই ভাবিতেছে যে আজ আমরা এতিম হইয়া পড়িয়াছি।

অতঃপর অগনিত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে হযরত শাহ্ সাহেব কেব্‌লার (কোঃ) জনাজা কবরে পৌছাইয়া এল্‌মে মা'রফতের এই অমূল্য রত্নকে চিরতরে সমাহিত করিয়া রাখিলেন।

তাঁহার ভক্তগণ বিরাট সামিয়ানা টাঁকিয়া এক বৎসর কাছাকাছি সময় রাত দিন খতমে কোরাণ জেয়ারত ইত্যাদি জারী রাখিলেন এবং মাদ্রাসার ছাত্রগণ ফয়েজ হাসিলের উদ্দেশ্যে রাত দিন খতম আদায় করিলেন। তাহা এখনও জারী আছে।

—o—

(পরিশিষ্ট)

হযরত শাহ্ জালাল (রাহঃ) (সিলেট)

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহঃ) হযরত শাহ্ জালাল (রাঃ) কে খুব বেশী ভাল বাসিতেন। সিলেট বাসী কোন লোক তাঁহার দরবারে আসিলে খুবই খুশী হইতেন। এবং তাঁহাকে আন্তরিক দোআ করিতেন।

আমার জীবনের খুবই দুঃখের সময় এবং নানা রকম বিপদাপদে জড়িত হওয়ার কালে তথা বিভিন্ন রকম আসমানী পরীক্ষা চলাকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি তাহার মাজার শরীফ জেয়ারত করিতেছি। আমি আল্লাহ পাকের উপর নির্ভর করিয়া শুধু দুই টাকা সম্বল সংগ্রহ করিয়া চুনতী হইতে সিলেট উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। সারা পথে তাঁহার কেরামাত দেখিতে পাইলাম এবং আমার যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হইয়া গেল বরং ঢাকা হইতেও ঘুরিয়া আসিলাম। এযাবৎ আমি দুইবার তাঁহার মাজার জেয়ারত করিয়াছি। অতএব, তাঁহার কিছু জীবনী এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

হযরত শাহ জালাল (রাঃ) এই উপমহাদেশের সুফীবাদের ইতিহাসে এক গৌরবময় মহাপুরুষ। তিনি শাইখ শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদী (রাঃ) এর বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। তদানীন্তন দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে তিনি

তুরস্ক হইতে এই উপমহাদেশে আগমন করেন। তিনি দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থানের পর বাংলাদেশের সিলেটে আস্তানা গাড়েন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল সেখানেই অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফীগণ সাধারণতঃ পার্থিব জগতের সবকিছু হইতে দূরে থাকিতে পছন্দ করেন। কিন্তু তাঁহারা ইসলামের অবমাননাও কোন মুসলমানের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও পিছ পা হননা। সেই কারণেই হযরত শাহ্ জালাল (রাহঃ) সিলেটের তৎকালীন অত্যাচারী হিন্দুরাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্কে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কথিত আছে যে, বুরহানুদ্দীন নামক এক মুসলমান তাঁহার শিশু পুত্রের আক্বীকা উপলক্ষে একটি গরু জবেহ করিয়াছিল। গরুর এক খণ্ড গোস্ত চিলে লইয়া যায় এবং দৈবাৎ উহার মুখ হইতে খণ্ডটি গৌর গোবিন্দের রাজ প্রসাদে পড়ে। এই অপরাধে বুরহানুদ্দীনের শিশু পুত্রকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়। হযরত শাহ্ জালাল (রাহঃ) অত্যাচারী গৌর গোবিন্দকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁহার অবদান অতুলনীয়। তিনি ছিলেন জালেমদের বিরুদ্ধে মযলুমদের নেতা। তাই দেখা যায়

যে, সিলেটে অবস্থিত তাঁহার মাজার শরীফে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য ভক্তের আগমণ ও এই মহান সাধকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (গৃহীত)

بسم الله الرحمن رحيم

(সংক্ষিপ্ত)

"লেখক পরিচিতি"

লেখক "মুয়াল্লিফ।" একই গ্রামের চুনতী নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২৪ইং সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত পীর ও মুর্শেদে কামেল হযরত শাহ্ সুফী আলহজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম ছিদ্দিকী (রাহঃ) (খলীফায়ে হযরত শহীদ সৈয়দ আহমদ বরীলভী (রাহঃ) যাহার নামানুসারে সুবিখ্যাত হাকীমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা (চুনতী) নামকরন করা হইয়াছে ; তাঁহারই প্রপৌত্র। তাঁহারা পূর্ব পুরুষগণ হইতে পীর মোরশেদ বংশধর হন এবং তাঁহারা ছিদ্দিকী বংশ বলিয়া ৩৭ পোশত পর্যন্ত বংশ পরম্পরা ছাবেত আছে। জনাব মুহতারম-মুকররম মওলানা মুহাম্মদ আব্দুন্নুর ছিদ্দিকী চিশতী, মুজাদ্দেদী ফাজেলে বেঙ্গল (কলিকাতা) এবং ফাজেলে দেওবন্দ (ইউ, পি,) ভারত, গভর্ণমেন্ট স্কলারশীপ এবং মেডল প্রাপ্ত।

তিনি সাবেক সুপাঃ—বাজালিয়া হেদায়তুল ইসলাম সিনিয়ার মাদ্রাসা ও হুলাইন ইয়াছিন আউলিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা। সাবেক এবং বর্তমান মুদাররেস্—চুনতী হাকীমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং পতুয়া হেমায়তুল ইসলাম সিনিয়ার মাদ্রাসা (আল জামেউল আনওয়ার)। সাবেক পেশ ইমাম ও খতীব—চুনতী মিয়াজী পাড়া হযরত শাহ্ শরীফ ও হযরত শাহ আবু শরীফ বড় জামে মসজিদ, সাবেক ইমাম ও খতীব—কাশমীরী গেইট, উঁচী মসজিদ দিল্লী (ভারত), সাবেক ইমাম ও খতীব—সাতবাড়িয়া আরিফশাহ পাড়া জামে মসজিদ, ছেবন্দী (বরমা, চন্দনাইশ) জামে মস্‌জিদ, কুসুমপুরা জামে মস্‌জিদ (জিরি) এবং বহু দ্বীনি পুস্তক প্রণেতা। তিনি চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট আলেম এবং জনপ্রিয় বক্তাগণের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাঁর সমুদয় আমলে সালিহ কবুল করুন। এবং তাঁহার হায়াতে তাইয়েবা বৃদ্ধি করতঃ আরো দ্বীনি খেদমত করার তওফিক্ দান করুন।

ইতি—

রফিক, জোবাইর এবং জাহেদ ছিদ্দিকী

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তাং—১৬ | ১২ | ৮৭ইং

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। গ্রন্থকারের নিজ বাড়ীতে—মেহ্‌মান মনজিল,
পোঃ—শুকুর আলী, গ্রাম চুনতী,
উপজেলা—লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

২। মোস্তফা লাইব্রেরী, কিতাব মনজিল,
১৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৩। মিল্লাত লাইব্রেরী,
২০নং আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৪। ইসলামিয়া লাইব্রেরী,
৯নং শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেকস্,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৫। রহমানিয়া লাইব্রেরী,
৪৩নং জামে মসজিদ মার্কেট দোতালা,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৬। ছুরতিয়া লাইব্রেরী, ১৫৯নং আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

৭। হাজী আবদুল করীম, এইচ, কে, ষ্টোর,
পোঃ—আধুনগর, খাঁরহাট,
উপজেলা—লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮। এম, মোস্তাক আহমদ সওদাগর, কাপড়ের দোকা
ডিপুটী বাজার, পোঃ—চুনতী, চট্টগ্রাম।

৯। মোস্তফা লাইব্রেরী, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলা বাজার, ঢাকা।

Gunati.com Pioneer in village based website

	বিষয়			পৃষ্ঠা
৩৪।	আল্লাহতালার আম্ব্‌শের আয়তন		—	৯৪
৩৫।	দুইটি আয়াতের ফজিলত	—	—	৯৫
৩৬।	কয়েকটি অমর বাণী	—	—	৯৭
৩৭।	হযরত উওয়াইস করণীর স্বীকার কথা (রাঃ)		—	৯৯
৩৮।	কতিপয় লোকের দুর্ব্যবহার ও অপূর্ব ক্ষমা	—	—	১০৩
৩৯।	সমসাময়িকদের চোখে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (কোঃ)		—	১০৪
৪০।	ইন্তেকালের বর্ণনা	—	—	১০৬
৪১।	তাঁহার পরিবার বর্গগণ	—	—	১০৭
৪২।	কাফন দাফন ও জনাজা	—	—	১০৮
৪৩।	পরিশিষ্ট : হযরত শাহ্‌ জালাল (রাহঃ) সিলেট	—	—	১১২
৪৪।	লেখক পরিচিতি	—	—	১১৪

——০——

إنما يخشى الله من عباده العلماء
(سورة فاطر)

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে

তক্বরীরে খোশবয়ান

লেখকের আর একটি পুস্তিকা
"তক্বরীরে খোশবয়ান"
মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন –
মা বোনদের ইসলামীয়াত,
দ্বীনিয়াত শিক্ষার্থে এবং জনতার
সর্ব প্রথম ফাতেমা বতুল
মহিলা মাদ্রাসাকে সাফল্য
মন্ডিত করিতে পড়ুন – মা বোনদের
পড়তে দিন। দাম – ৫ টাকা মাত্র